

প্রয়াগরাজে গঙ্গা ও যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন



প্রয়াগরাজ, ৭ আগস্ট : উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় গঙ্গা ও যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার সকাল ৮টায় জেলা প্রশাসন এই বিষয়ে জানিয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত জেলার সমস্ত বাঁধ নিরাপদ রয়েছে।এদিন জানা গেছে, নৈনিতৈ যমুনা নদীর জলস্তর ৭৫.৫৬ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৪ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই এলাকায় ১৯ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ফাফমাউতে গঙ্গা নদীর জলস্তর ৭৮.৮৩ মিটার ছিল, যা গত ২৪ ঘণ্টায় ২৩ সেন্টি মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে মোট ৩৪.৬ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলায় নদীর জলস্তরের বিপদসীমা হল ৮৪.৭৬৪ মিটার। বর্তমানে নদীর জলস্তর বিপদসীমার নিচেই রয়েছে। জলস্তর বৃদ্ধির উপর নজর রাখার পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

প্রজ্ঞানন্দ জিসিটি সেন্ট লুইস র‍্যাপিড ও ব্লিটজ ২০২৬ শিরোপা জয় করলেন



কলকাতা, ৭ আগস্ট : প্রজ্ঞানন্দ জিসিটি সেন্ট লুইস র‍্যাপিড ও ব্লিটজ ২০২৬ শিরোপা জয় করলেন। প্রজ্ঞানন্দ বৃহস্পতিবার এক রাউন্ড বাকি থাকতেই গ্র্যান্ড সেস ট্রার সেট লুইস র‍্যাপিড আন্ড ব্লিটজ ২০২৬-এর শিরোপা জিতেছেন।২০ বছর বয়সি এই খেলোয়াড় শেষ রাউন্ডের আগের রাউন্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী উজবেকিস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টার জাভোথির সিভারভের সঙ্গে ড্র করে জয় নিশ্চিত করে।পাট দলিব্যাটী টর্নামেন্ট জুড়ে প্রজ্ঞানন্দ এগিয়ে ছিলেন এবং সিভারভ প্রাপণপ ষ্টো করেও শেষ পর্যন্ত ১.৫ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরে যান।ফাইনাল রাউন্ডের পর প্রজ্ঞানন্দ বলেন, ফ্লোর দেখলে সবকিছু মসৃণ মনে হয়, কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ছিল না। এটা ছিল অবিশ্বাস্য। আমি বলতে চাই, জাভোথিরকে সাধুবাদ জানাই, সে শেষ পর্যন্ত লড়াইটা চালিয়ে গেছে।শিরোপা জয়ের ফলে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৫০,০০০ ডলারের পুরস্কার এবং ১৩টি জিসিটি পয়েন্ট লাভ করেন, যা তাকে ২০২৬ মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফাবিনো কারুয়ানার পছন্দে দ্বিতীয় স্থানে তুলে আনে।

পর্ণশ্রীতে বাড়ি থেকে উদ্ধার শ্রৌচ্যের রুলন্ত দেহ

কলকাতা, ৭ আগস্ট :বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো পঞ্চাশোর্ধ এক শ্রৌচ্যের রুলন্ত দেহ। শুক্রবার ভোরে পর্ণশ্রী থানা এলাকার ডায়মন্ড হারবার রোডের একে আবাসন থেকে এই দেহ উদ্ধারকে কেব্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মূর্ভের নাম অজ্ঞা পাত্র।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার তোরবারতে পরিবারের সদস্যরা অজ্ঞানাবৃত্তে তাঁর ঘরে রুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পর্ণশ্রী থানায়। পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী বিদ্যাসাগর স্টেট

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্য ও ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারতের পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশ্বজোড়া প্রচারে পর্যটন মন্ত্রক-নেটফ্লিক্সের কৌশলগত অংশীদারিত্ব

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট : ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং নেটফ্লিক্সের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে।ভারতে নেটফ্লিক্সের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রুধবার নয়াদিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট (এনজিএমএ)-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং নেটফ্লিক্সের সহ-প্রধান নির্বাহী আধিকারিক টেড সারাভোস এই উদ্যোগের ঘোষণা করেন। আলোচনায় গল্প বলার মাধ্যমে কীভাবে মানুষকে ভ্রমণে উৎসাহিত করা যায় এবং ভারতের ‘ সফট পাওয়ার’ আরও শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে মতবিনিময়

যুব প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজনঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৭ আগস্ট : রাষ্ট্রীয় ক্ষয়সেবক সংস্থার (আরএসএস) সরসম্ভ্যচালক মোহন ভাগবতের যুব প্রজন্মের সঙ্গে সচলপের উদ্যোগকে সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, তিনি সর্বদা হিন্দু সমাজের জন্য অভিভাবক, বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে আসছেন।শু ক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, যখনই মাজ কোনও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় বা যুব প্রজন্ম পথভ্রষ্ট বলে মনে হয়, তখন মোহন ভাগবত তাঁদের কথা শোনেন, পরিস্থিতি অধ্যাবন করেন এবং উপযুক্ত দিকনির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন যে, দীর্ঘকাল ধরে তিনি এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন।দিলীপ ঘোষ এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক উল্লেখ করে বলেন, সরসম্ভ্যচালক এক টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে এর একটি সার্থক সমাধান সমনে আসবে।তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সোস্যাল মিডিয়া মাধ্যমের দ্বারা যুব প্রজন্মকে



হয়।গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, সিনেমা শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পর্যটনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন। ভারতের প্রতিটি গল্প বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে মানুষকে এ

দেশে ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা রাখে।তিনি জানান, ‘ অতুল্য ভারত’-এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘ .as Seen on Netflix’ ফিচার যুক্ত করা হয়েছে।এর মাধ্যমে নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিনেমা ও ওয়েব সিরিজে

তুলে ধরা ভারতের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র, ঐতিহাসিক স্থাপনা, উৎসব, বন্যপ্রাণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তথ্য এক জয়গায় পাওয়া যাবে। উদ্দেশ্য, পর্দায় দেখা অভিজ্ঞতাকে বাস্তব ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত কর।পর্ঘটন সচিব ভুবনেশ কুমার বলেন, সরকার ও সৃজনশীল বিনোদন শিল্পের এই ধরনের অংশীদারিত্ব পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। বাস্তবধর্মী গল্প যেমন টেকসই পর্যটনকে উসাহিত করবে, তেমনই স্থানীয় মানুষের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগও তৈরি করবে।অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রক ও নেটফ্লিক্সের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত দু'টি স্ক্রলদর্শ্যের চলচিত্রও প্রদর্শিত হয়। একটি ভারতের জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণ পর্যটনকে কেন্দ্র করে, অন্যটি দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্বস্তি মেলার পর ফের হাইকোর্টে সুমিত রায়, জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ

কলকাতা, ৭ আগস্ট :গুণমূল কংগ্রেস সাংসদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুমিত রায় ফের একবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। মাত্র একদিন আগেই শালবনী জমি কেলেঙ্কারি মামলার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর প্রেফতারির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। তা সত্ত্বেও অন্যান্য মামলায় প্রেফতারি এড়াতে তিনি আদালতের কাছে সুরক্ষার আবেদন জানান। তবে হাইকোর্ট তাঁর জরুরি শুনানির আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।ক্ষমক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুমিত রায় ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন পেয়েছেন। কিন্তু শালবনী জমি কেলেঙ্কারি মামলায় আগাম জামিন না মেলায় তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। শীর্ষ আদালত তাঁর প্রেফতারির ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়ে তাঁকে বড়সড় স্বস্তি দেয়।ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে যে, জমি কেলেঙ্কারি ও নিয়োগ দুর্নীতি ছাড়াও সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে আরও চারটি এফআইআর নথীভুক্ত রয়েছে। সেইসব মামলায় সম্ভাব্য প্রেফতারের আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি ফের হাইকোর্টে আবেদন জানিয়ে সুরক্ষার দাবি জানান।সুমিত রায় মামলাটির জরুরি শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন। তবে বিচারপতি সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়ে জানান, আপাতত এমন কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যার ভিত্তিতে মামলাটি আলাদাভাবে দ্রুত শ্রুত হতে হবে। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তালিকা নির্ধারিত নিয়ম অনুসারেই মামলার শুনানি হবে।শালবনী জমি কেলেঙ্কারি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সুমিত রায়ের প্রেফতারে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশে দিলেও তার সঙ্গে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, সুমিত রায়কে তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হতে হবে এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন তিনি নিজের সঙ্গে একজন আইনজীবী রাখতে পারবেন। তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারবে, তবে ওই সময়ের মধ্যে তাঁকে প্রেফতার করা যাবে না।

মুম্বইয়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা হামলার হুমকি, আটোসাটো নিরাপত্তা

মুম্বই, ৭ আগস্ট : শুক্রবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়, মুম্বইয়ের মেয়রের দফতর এবং শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে একটি ই-মেল আসে। ভোরপরেই এদিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং দমকল বাহিনীর কর্মীরা ই-মেলে উল্লেখিত সব জায়গায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায়। তবে কোথাও কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা বিস্ফোরক মেলেনি। এই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।এদিন মুম্বই পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মেয়রের সরকারি ই-মেল আইডিভিতে এই হুমকি ই-মেল পাঠানো হয়। ই-মেলে মেয়রের সরকারি গাড়ি ও কার্যালয়ের

কেবিন, মুম্বই মেট্রো, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়, বৃহমুম্বই পুরনিগমের সদর দফতর এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম উল্লেখ করে ১৫ আগস্টের আগেই হামলার হুমকি দেওয়া হয়। এ ছাড়া অভিভাবকদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠানোর এবং সাধারণ মানুষকে মেট্রোতে যাওয়াত না করার ব্যাপারেও সতর্ক করা হয় ই-মেলে।এই বার্তা পাওয়ার পর মুম্বই পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। পুলিশ, দমকল এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল সমস্ত স্পর্শকাতর স্থানে তল্লাশি চালায়। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে কিছু ভবন খালিও করে দেওয়া হয়। তবে তল্লাশিতে কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি।

ইয়েমেনের সরকারি সামরিক ঘাঁটিতে হুথি হানা, শতাধিক সেনার হতাহতের দাবি



জানানো হয় যে নিহত সেনার সংখ্যা প্রায় ৩৮। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হুথি আনুষ্ঠানিকভাবে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, হুথির হামলায় আহত ৫০-এরও বেশি সেনাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অনেকে আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। হুথির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারির দাবি, স্থানীয় সব বৃহস্পতিবার দুপুরা অনুমানিক দুপুর সময় এই হামলা হয়। এতে শতাধিক সরকারি সেনা নিহত হয়েছেন। তাদের হামলায় ইয়েমেনের সরকারি সেনাবাহিনীর ঘাটি, অস্ত্রভাণ্ডার এবং যানবাহনেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।ইয়েমেনের সরকারি

জম্মু থেকে বালতালের উদ্দেশে রওনা অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ২৯-তম দলের

জম্মু, ৭ আগস্ট : শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে জম্মু ও কান্মীরে অমরনাথ যাত্রা। জম্মু থেকে শুক্রবার তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। আবার পুণ্যার্থীদের একটি দল কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রামবার জেলা হয়ে জম্মুতে ফিরছে।এদিন স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১২৬ জনের তীর্থযাত্রীদের ২৯-তম দল শুক্রবার ভোররাত ২ঃ৫৯ মিনিটে ৪২টি যানবাহনের কনভয়ে ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে বালতালের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এই দলে রয়েছেন ৬৯৬ জন পুরুষ, ১৭৮ জন মহিলা, ৩৪ জন সাধু এবং ২১ জন সাধ্বী। কনভয়ের মধ্যে রয়েছে ২১টি বাস, তিনটি মাঝারি মাপের যান, ১৭টি ছোট গাড়ি এবং একটি দু'চাকার যান।আবার এরই মধ্যে পবিত্র গুহামন্দির দর্শন সম্পন্ন করে ১৩৬ জন পুণ্যার্থীর ২৭-তম দল বালতাল বেস ক্যাম্প থেকে জম্মুর উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এই দলে রয়েছেন ১১০ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা এবং দু'জন শিশু। তারা সবাই সাতটি গাড়ির কনভয়ে ফিরছেন। উল্লেখ্য, চলতি বছর অমরনাথ যাত্রা ৬ জুলাই শুরু হয়েছিল। এটি ২৮ আগস্ট (রাখিবন্ধন) পর্যন্ত চলবে।

সংসদের মকর দ্বারে বিক্ষোভ বিরোধী সাংসদদের



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ আগস্ট : সিজেপি-র আন্দোলনে পুলিশ পদক্ষেপের ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে শুক্রবার সংসদের মকর দ্বারে বিক্ষোভ দেখানোর বিরোধী সাংসদেরা। এদিন বৃষ্টির মধ্যেও তাঁরা ‘ অমিত শাহ জবাব দো’ লেখা ব্যানার হাতে বিক্ষোভ দেখান। কংগ্রেস সাংসদ চামলা কিরণ কুমার বলেন, আমরা চাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জি সবসঙ্গে অধিবেশনে যোগ দিয়ে ২০ জুলাইয়ের ঘটনাটির বিষয়ে কথা বলুন। আমরা বারবার অনুরোধ করছি, কিন্তু অমিত শাহ জি বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি কেউই এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে আসেননি। তাঁদের প্রথম কাজ হলো কী ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা দেওয়া। তারপর আমরা বিলগুণো উত্থাপন করব। আমরা বিলগুণো নিয়ে আলোচনা করব। এটাই আমাদের দাবি। তাঁরা আমাদের উপেক্ষা করছেন। তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের বিরোধী দল বা দেশের মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। যতক্ষণ তাঁরা তা না করবেন, ততক্ষণ টাটা চলতে থাকবে।

বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন অভিষেকের



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ আগস্ট : কলকাতা হাই কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পর এবার সুপ্রিম কোর্টের দরজায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোষের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পরেই বৃহস্পতিবার রাতে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছেন অভিষেক।ঘটনার সূত্রপাত অভিষেকের বিদেশযাত্রার আবেদনকে কেন্দ্র করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী আদালতে জানান, চোষের চিকিৎসার জন্য তাঁর মক্কেলের বিদেশে যাওয়া প্রয়োজন। তবে শুনানির পর কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, বিদেশযাত্রার প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখতে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া জরুরি। এর জন্য বৃহস্পতিবারই অভিষেককে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। নির্দেশে বলা হয়েছিল, এসএসকেএমের চক্ষু বিভাগের প্রধান একটি বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করবেন এবং অভিষেকের বিদেশযাত্রার প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখবেন। অভিষেকের আইনজীবীর তরফে আদালতে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর মক্কেল এসএসকেএম হাসপাতালে যাবেন না। এই সিদ্ধান্তের পরেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলাটি সরাসরি খারিজ করে দেন। হাইকোর্টে আবেদন খারিজ হওয়ার পরই আইনি পদক্ষেপ জোরদার করে তৃণমূল সাংসদের আইনজীবী। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক।

কোরিয়া মাস্টার্সঃকোয়ার্টার ফাইনালে হারলেন তানভী শর্মা, সেমিফাইনালে উঠলেন অস্মিতা চালিহা

আসান (দক্ষিণ কোরিয়া), ৭ আগস্ট : শুক্রবার আসানে অনুষ্ঠিত কোরিয়া মাস্টার্স ২০২৬-এর কোয়ার্টার ফাইনালে স্বদেশী রক্ষিতা রামারাজের কাছে ২১-১৮, ১৯-২১, ১৯-২১ গেমে পরাজয়ের পর ১৭ বছর বয়সি তানভী শর্মা বিডল্লিউএফ ওয়াল্ড ট্রুের স্বর্ণের মতো যাত্রার অবসান ঘটেছে।গত সপ্তাহে সর্বকনিষ্ঠ তাইপেই ওপনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরপরই, প্রথম গোষ্ঠী জিতে তানভী আরও একটি সেমিফাইনালে ঊ্চার পথে ছিলেন। তবে, রক্ষিতা দারুণভাবে ঘুরে দাড়িয়ে ম্যাটিট সমতায় ফেরান এবং এরপর একটি চানটান উত্তেজনার ডিহাইডার গেমে জয় পেয়ে মুখোমুখি



রক্ষিতা এখন আরেক ভারতীয় অস্মিতা চালিহার মুখোমুখি হবেন। শীর্ষ বাছাই ফিনা আকৌচিকে ২০-২২, ২১-১৫, ২১-১৯ গেমে চমকপ্রদভাবে হারিয়ে অস্মিতা সেমিফাইনালে উঠেছেন।অন্যদিকে, কোরিয়া মাস্টার্সে মহিলা ও মিশ্র দ্বৈত ইভেন্টে ভারতের অভিযান শেষ হয়েছো।সপ্তম বাছাই জাপানি জুডি সুমিরে নাকাদে ও মিউ তাকাহাশি-র কাছে ২১-১৫, ২১-৯ গেমে পরাজিত হয়ে হিলাদের ডাবলস থেকে বিদায় নিয়েছেন।সোনালী সিং ও রিতিকা থাকেরা মিক্সড ডাবলসে, ষষ্ঠ বাছাই ইশান তানিগান ও শ্রুতি মিশ্র দক্ষিণ কোরিয়ার শিন তে-ইয়াং ও কিম ইউ জং-এর কাছে ২১-১৬, ১৬-২১, ২১-১৩ গেমে হেরেছেন।এদিকে পুরুষদের ডাবলসে পৃথী কৃষ্ণমুর্তি রায় এবং কৃষ্ণ প্রসাদ গারাগা দক্ষিণ কোরিয়ার কিম ইংং-হিউক এবং শিন তে-ইয়াংকে ২১-১৮, ২১-১৯ গেমে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

রাশিফল

মেসঃ আজ আপনার সৃজনশীলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে। তাই নিজের ভাবনা ও ধারণা প্রকাশের কোনও সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।
বৃষঃ আপনার কিছু পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর্থিক বিষয়গুলি আগের তুলনায় অনেকটাই সুশৃঙ্খল হবে।
শুভদিন মিথুনঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের দীর্ঘকাল ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিত হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।

কর্কটঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্থাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারবেন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।।
বিবাহের যোগ হতে পারে।।
সিংহঃ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর কোনও সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। এতে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে মামলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ধ্যান ও যোগব্যায়াম উপকারী হবে।

কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার দৈনন্দিন রুটিনকে আরও উন্নত করার জন্য উপযুক্ত। আপনি নিজের ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। প্রেম হবে।
তুলাঃআপনার ক্রিয়াকলাপে আজ ক্লাস্তিকর এবং ধকসাধা্য হবে। যারা এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে, কারণ একটি জরুরি প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অর্থের ব্যয় হবে পারে।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনি নিজেকে করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন।

ধনুঃ স্কুদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং নিজের অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া আপনার মানসিক অবস্থার উন্নতি করবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে, বিশেষ করে যখন অন্যরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারে। এই সময়, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা বজায় রাখুন এবং নেতিবাচকতা থেকে দূরে থাকুন।
বিবাহের যোগ হতে পারে।

মকরঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার মনকেও দুর্বল করে দেয়।। কাজের শক্তি গুণে আছে।
কুম্ভঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার মনকেও দুর্বল করে দেয়।। আপনার অবশ্যই নিজের প্রকৃত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করা দরকার, যেহেতু আপনি শক্তি নয় ছিঁছ হারাচ্ছেন। সাংসার শান্তি নই।
মীনাঃ আজ নিজের অনুভূতিতে প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। এটি আপনার অন্তরের কণ্ঠস্বর শোনার উপযুক্ত সময়। আপনার সৃজনশীলতা ও কল্পনাসক্তির সাহায্যে নতুন সম্ভাবনার সন্ধান পেতে পারেন। সংসারে শান্তি হবে।

আবহাওয়া

শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, এদিন চার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্বকলিয়ায় রয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। তবে রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গের সমেবার পর্যন্ত হালকা বা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।অন্যদিকে, শুক্রবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সপ্তে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। জলপাইগুড়ি ও, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারের কয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। রবিবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু' এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্ভাবনা রয়েছে।সেদিন।আজকের সবেঁচত তাপমাত্রা এবং সর্বনিম্ন হয় ১৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। অপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮০শতকরা।আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৪১মিনিট।
ভাটা-বেলা ০৪টা ৪১মিনিট এবং রাত ১১া ৪২ মিনিট।
সূর্যাস্তের সকাল ৫ টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাড়াতে বড় পদক্ষেপ স্বাস্থ্যদপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ আগস্ট : রাজ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মাল আরও উন্নত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর। নতুন একটি সার্কুলার জারি করে জানানো হয়েছে, এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবা, পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য প্রশাসনিক পরিষেবা এবং পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিষেবার আওতাভুক্ত মোট ৬৬২ জন আধিকারিককে ট্রেনি রিজার্ভ হিসেবে রাখা যাবে। গত বছরের তুলনায় এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যেখানে প্রায় ৪০০ জন পর্যন্ত ট্রেনি রিজার্ভের সুযোগ ছিল, সেখানে এবার তা বেড়ে ৬৬২ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে চিকিসক মহলা। ওয়েস্ট বেঙ্গল উত্তরস ফোরামের পক্ষ থেকে ডা. রাজীব পাণ্ডে জানান, এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক চিকিসক উচ্চশিক্ষা ও বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। তার মতে, দীর্ঘদিন ধরেই ট্রেনি রিজার্ভের সীমিত সংখ্যার কারণে বহু যোগ্য চিকিসক এমডি, এমএস বা অন্যান্য উচ্চতর কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতেন। ট্রেনি রিজার্ভ বলতে সেই সমস্ত চিকিসকদের বোঝানো হয়, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবা বা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিষেবার অধীনে কর্মরত অবস্থায় সরকারের অনুমতি নিয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ বা অতিরিক্ত ডিগ্রি অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ছুটিতে যান। এই সময় তাঁরা চাকরিতে বহাল থাকলেও কর্মস্থলে উপস্থিত না থেকে প্রশিক্ষণ বা পড়াশোনা করেন এবং তাদের পদ ট্রেনি রিজার্ভ হিসেবে গণ্য হয়। চিকিৎসকদের মতে, ট্রেনি রিজার্ভের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে আরও বেশি চিকিসক বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে উঠবেন। একই সঙ্গে বাংলার মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পোস্ট গ্রাডুয়েট আসান খালি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেকটাই কমবে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ চিকিসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং রোগীরা আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগরঃ জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের চিমনের তপরতায় বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানার মিত্রগঞ্জে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। আর এই অভিযানে জুয়া ও স্ট্রটার মতন অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃত ৫ জন হল -রঞ্জিত ভূঞা, বাড়ি জয়নগর থানার উত্তর পূর্ণাপুপ পঞ্চদশেরতে শসা পাড়া এলাকায়, সফিউল্লাহ লস্কর,বাড়ি মন্দিরবাজার থানার সাউথ বিষ্ণুরুর এলাকায়।

২০২৫ সালের নতুন নিয়মেই হবে এসএসসি নিয়োগ, হাই কোর্টে অবস্থান স্পষ্ট কমিশনের দুনীতিতে ‘জিরো টলারেন্স’-এর বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ আগস্ট : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে চলা আইনি জটিলতার মধ্যেই কলকাতা হাই কোর্ট নিচেরের অবস্থান স্পষ্ট করল কমিশন। শুক্রবার আদালতে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালে প্রণীত নতুন নিয়োগবিধি অনুসারেই দ্বিতীয় এসএলএসটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও আদালতকে জানানো হয়েছে, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুনীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজ্যের শিক্ষক প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে ঘিরে গত কয়েক বছর ধরে একাধিক বিতর্ক এবং আইনি লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলার গুরুত্ব মহাশু বৈলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট যেকোনো। তৃণমূল সরকারের আমলে এসএসসি-র ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাপক অনিয়ম ও দুনীতির অভিযোগ ওঠে। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর পূর্ণ স্যামেল কোর্ট ওই নিয়োগের সম্পর্প প্যানেল বাতিল করে নতুন করে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু নির্দেশ দেয়। আদালতের সেই

নির্দেশ মেনেই স্কুল সার্ভিস কমিশন ২০২৫ সালে নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে এবং সেই নিয়মের ভিত্তিতে নতুন নিয়োগের প্রস্তুতি শুরু করে। তবে নতুন নিয়োগবিধি কার্যকর হওয়ার পরই একাংশ চাকরিপ্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হন। তাদের দাবি ছিল, যেহেতু নিয়োগ ভার্গবতে ২০১৬ সালের, তাই সেই নিয়োগপ্রক্রিয়া ২০১৬ সালের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া উচিত। পরবর্তী সময়ে তৈরি হওয়া ২০২৫ সালের নতুন বিধি অতীতেরে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না বলেই তাঁদের মত। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন প্রণাশন এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের অবস্থান কা, তা জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেস্কে এসএলএসটি নিয়োগ সফ্রান্ত মামলার শুনানিতে কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, বর্তমানে কার্যকর ২০২৫ সালের নতুন নিয়োগবিধির ভিত্তিতেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে বলেন, সরকারের একমাত্র লক্ষ্য স্বচ্ছ এবং দুনীতিমুক্ত নিয়োগ নিশ্চিত করা।

সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মূল শক্তিই হল শ্রীমদ ভাগবত গীতা পাঠ বাটা নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাটানগর, ৭ আগস্ট : সনাতন হিন্দু রাজনৈতিক বা বিবেদে সৃষ্টির জন্য চিরন্তন শিক্ষাই দেয়। তাই এই আয়োজন করৈছি। জানালেন



ধর্মাবলম্বীদের মূল শক্তিই হল শ্রীমদ ভাগবত গীতার অমৃতবাণী। যা ভারতবর্ষকে উদারতা, মানবিকতা ও সংস্কৃতির পথ দেখিয়েছে। তাই আগামী ২৬শে আগস্ট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বাটানগর ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দশ হাজার কণ্ঠের গীতা পাঠ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রথম আয়োজিত অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় সনাতন সংস্কৃতি সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ। ব্যবস্থানায় মহেশতলা

হ্যাটিক্যাপ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং সার্বিক সহযোগিতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বাটানগর মহেশতলা প্রথম। এই ১০,০০০ কণ্ঠে গীতা

নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো শ্রীমদগবগদীতার মানবিক মূল্যবোধ-সত্য, ন্যায়, কর্তব্য, আত্মশুদ্ধি, সহনশীলতা ও শান্তির বার্তা সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আজকের সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই অনুষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজক সংস্থার পক্ষে আহবায়ক সুমন ভট্টাচার্য্য। কেনে এই অনুষ্ঠান?বর্তমান সময়ে মহাজ্ঞানৈতিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করা জরুরি। গীতা সেই

প্রয়াত প্রত্নতত্ত্ববিদ দীনবন্ধু নস্করের স্বপ্ন আগলে রেখেছেন তার পুত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবনঃ সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রত্নসম্পদের এক অনন্য ভাণ্ডার খাড়া-ছত্রভোগে সংগ্রহশালা। অথচ সরকারি উদ্যোগ ও পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তার অভাবে আজও ভগ্নপ্রায় দীনবন্ধু নস্করের আজীবনের সাধনার ফসলকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আগলে রেখেছেন তার পুত্র পঞ্চজ নস্কর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর দু নং রক্তের দক্ষিণ কাশীনগরের বাসিন্দা দীনবন্ধু নস্কর ছিলেন সুন্দরবনের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার এক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ।

অস্ত্র ও কার্তুজ-সহ কুলতলিতে গ্রেফতার এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৭ স্ত্রগস্ট : বিন্যাসভাা নিরাচ্যনের পর অপরাধ দমনে বাইকপূর পুলিশ জেলার ধারাবাহিক সাফল্যের তারিখায়, ফের যুক্ত হল আরও একটি অভিযান। কুলতলি থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে আগ্রোয়াড় ও কার্তুজ-সহ এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলতলি থানার আইসি নির্মল দাসের নির্দেশে এসআই সায়েন ভট্টাচার্য, এসআই গৌতম মণ্ডল-সহ একটি বিশেষ পুলিশ দল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কুলতলি থানার কেওডাখাি এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে সাবাক আলি সরদার (৫৭)-কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বাড়ি থেকে একটি ওয়ান-শটার আগ্রোয়াড় এবং দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনায় অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় কুলতলি থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ধৃতের বিরুদ্ধে অতীতেও কুলতলি থানায় একাধিক অপরাধমূলক মামলার নথি রয়েছে। তার বিরুদ্ধে খুনের মামলাসহ বিভিন্ন গুরুত্বের অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।এছাড়াও, সোনার তাকুরের প্রভোনে দেখিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রয়োজন অভিযোগ ও অতীতে তার বিরুদ্ধে উঠেছিল। শুক্রবার ধৃতকে বারুইপূর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জ্ঞানকুল কুলতলি থানার পুলিশ। তদন্তকারী পুলিশ অধিকারিকদের মতে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রের উৎস, সম্ভাব্য অপরাধ চক্র এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সেই কারণেই তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

রক্তদান শিবিরে নিষেধাজ্ঞা ঘিরে আইনি লড়াই, ১৪ আগস্টের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট তলব কলকাতা হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ আগস্ট : রাজ্যে বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির রক্ত সংগ্রহ ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় একাধিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ১১টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে আগপাত পাড়ায় পাড়ায়, রক্তদান শিবির আয়োজন করে রক্ত সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। ১ আগস্ট থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার মামলার শুনানিতে আদালত রাজ্য সরকারের কাছে তদন্তের বর্তমান অগ্রগতি জানতে চেয়ে আগামী ১৪ অগস্টের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

বিচারপতি কৃষ্ণ রাও জানান, তদন্তের অগ্রগতি জানার পরই মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে। আগামী ১১ অগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল সম্প্রতি একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, বিভিন্ন বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে আকস্মিক পদদ্রবনের সময় রক্ত সংগ্রহ, সরবরাহ এবং বণ্টন সফ্রান্ত একাধিক অসঙ্গতি নজরে আসে। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের দাবি, প্রাথমিক তদন্তে এমন কিছু তথ্য সামনে আসবে যা রক্ত সংগ্রহের অগ্রগতি স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সেই কারণেই তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ১১টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ককে বাইরে বেরিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজন করে রক্ত সংগ্রহের ওপর নিষেধাজ্ঞা

জারি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি, এই সিদ্ধান্ত কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নয়, বরং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক পদক্ষেপ। তবে এই নির্দেশিকার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির স্বাভাবিক পরিষেবা প্রভাব পায়র আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। একই সময়ে, একাধিক রক্ত সংগ্রহকারী বেসরকারি বা ব্যক্তিগত স্বেই প্রেক্ষিতেই সরকারের কাছে তদন্তের অগ্রগতি সফ্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, অনুমতি ছাড়াই রাজ্যের বাইরে রক্ত এবং রক্তের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষ করে প্লাজমা ও লোহিত রক্তকণিকা পাঠানোর অভিযোগের ভিত্তিতেই এই

তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নেমে বেশ কিছু নথি ও তথ্য হাতে আসে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি। অভিযোগ, নির্দিষ্ট অনুর্মতি ছাড়াই অর্থের বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ রক্তের উপাদান ভিন্নরাজ্যে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে এমনও তথ্য উঠে এসেছে যে, গত হয় মাসে অন্তত সাতটি তিন হাজার ইউনিট লোহিত রক্তকণিকা বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন রাজ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতেই তদন্ত আরও জেরদার করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্দেশিকার মধ্যে ১১টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক পাড়ায় ১১টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক পাড়ায় বা বিভিন্ন এলাকায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজন করছে পারবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে তাদের সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া

হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি নিজস্বের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে। পাশাপাশি রাজ্যের এক ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত বা রক্তের উপাদান পাঠাতে হলে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলকে জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের বাইরে রক্ত বা রক্তজাত উপাদান পাঠাতে হলে ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের পূর্বানুমতি নেওয়া আবশ্যক বলে নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে। যে ১১টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে এন্টালির লাইফ কেয়ার ব্লাড সেন্টার, যোধপুর পার্কের স্মোক ল্যাবরেটরি ব্লাড সেন্টার, আলিপুুরের কোচাঁরি মেডিক্যাল ব্লাড

হুগলি স্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে রেলকর্মীদের মৃত্যু, কাজের চাপ ও মানসিক অবসাদের অভিযোগ সহকর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা,হুগলি, ৭ আগস্ট : হুগলি স্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে এক রেলকর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে স্টেশনের আপ তিন নম্বর লাইনে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মৃতের নাম কমল সেনাপতি (৫৩)। তিনি পূর্ব রেলের পাবলিক ওয়ার্কস ইনস্পেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। তবে মৃতের সহকর্মীদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্রের মানসিক চাপ এবং অতিরিক্ত কাজের বোঝার জেরেই তিনি আত্মহাতী হয়ে থাকতে পারেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ কমল সেনাপতি হুগলি স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। তার চন্দননগর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, নির্ধারিত স্টেশনের ট্রেন ধরার পরিবর্তে তিনি উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁকে চলে যান। কিছুক্ষণ পর ব্যাভেলমুখী আপ লাইনে তাঁর দ্বিখণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে সরকারি রেল পুলিশ (জিআরপি)। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্টেশনে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতত্ত্বের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাজার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর ব্যাভেল জিআরপি

থানায় পৌঁছান কমল সেনাপতির সহকর্মীরা। তাদের অনেকেই দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরেই কর্মক্ষেত্রের চাপের কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। এক সহকর্মীর অভিযোগ, রেলে কর্মীর সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ায় অল্প সংখ্যক কর্মীর ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পর্যাপ্ত ছুটি মিলছে না বলেও অভিযোগ তুলে। এমনকি প্রয়োজনীয় তুলনায় অনেক বেশি সময় কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে। সহকর্মীদের বক্তব্য, কখনও কখনও টানা ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ডিউটি করতে হচ্ছে, যা কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। সহকর্মীদের আরও অভিযোগ, গত কয়েক দিন ধরে কমল সেনাপতির ওপর অতিরিক্ত ন্যাগাদ কমল সেনাপতি হুগলি স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। তার চন্দননগর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, নির্ধারিত স্টেশনের ট্রেন ধরার পরিবর্তে তিনি উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁকে চলে যান। কিছুক্ষণ পর ব্যাভেলমুখী আপ লাইনে তাঁর দ্বিখণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে সরকারি রেল পুলিশ (জিআরপি)। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্টেশনে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতত্ত্বের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাজার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর ব্যাভেল জিআরপি

ডিআরএম-এর নজরে আনা হয়েছিল। কিন্তু সময়ার কোনও কার্যকর সিদ্ধান্ত হয়নি বলেই অভিযোগ। রেলের মেনে ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, কর্মীদের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। মৃত কমল সেনাপতির বাড়ি হুগলির বলাগড় এলাকায়। ব্যাভেল জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতত্ত্বের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে তদন্তকারীদের অনুমান। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি। তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। সহকর্মীদের অভিযোগের বিষয়টি সামনে এলেও, আপাতত মৃত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত পরিস্থিতি জানার চেষ্টা চাচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এই ঘটনার পর কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ, কর্মী সংকট এবং কাজের পরিবেশ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রেল মহলে।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকরের নেতৃত্বে মহিলাদের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে জনশুনানি

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৭ আগস্ট : জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকরের নেতৃত্বে মহিলাদের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে শুক্রবার জনশুনানি অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ায়। এদিন দুপুরে হাওড়ার নিউ এক্সপ্রেসট্রেট ভবনের পুরের দাবী হলে আয়োজিত ওই জনশুনানিতে নারী সুরক্ষা সহ পুলিশের অধীনস্থ বেশ কয়েকটি মামলার পর্যালোচনা সহ সারসরি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। ওই কর্মসূচিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের সোরপার্সন বিজয়া রাহাতকর হাড়াও হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপ্রিয়া, হাওড়া সিটি পুলিশের কাশনার অধিলেশ কুমার চন্দ্রদেী, পরগনার মথুরাপুর দু নং রক্তের দক্ষিণ কাশীনগরের বাসিন্দা দীনবন্ধু নস্কর ছিলেন সুন্দরবনের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার এক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ।



ভুক্তভোগী মহিলাদের বক্তব্য শোনা এবং পাশাপাশি তার দ্রুত সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন জনশুনানি কয়েকটি মহিলাদের এসসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বৃকে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বারুইপুুরের ঘটনা নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বিজয়া রাহাতকর বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত ভ্রান্তানক ও মর্মান্তিক ছিল। এমন ঘটনা কোনও মেয়ের সঙ্গেই হওয়া উচিত নয়। তবে, এই ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ

দায়িত্বশীলতার সঙ্গেই কাজ করছে। একইসঙ্গে আরও জি করের ঘটনা

 NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN Mahila Jansunwal	
	
 Smt. Vijaya Rahatkar Chairperson Dr. P. Deepa Priya Member	
 Dr. P. Deepa Priya Member	

নিয়েও প্রতিক্রিয়া দেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। তিনি বলেন, সেই ঘটনাটি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে নাড়িয়ে দিয়েছে। নির্মাতিতার বাবা-মায়ের যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে পারি। বিষয়টি নিয়ে কমিশন যথেষ্ট চিন্তিত। সেই ঘটনার পরেই আমরা সবার আগে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করছি। এরপর বাবা মায়ের বক্তব্য সিবিআইয়ের কাছে তুলে ধরাছি।

^[1] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[2] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[3] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[4] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[5] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[6] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[7] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[8] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[9] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[10] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[11] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[12] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[13] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[14] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[15] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[16] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[17] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[18] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[19] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[20] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[21] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[22] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[23] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[24] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[25] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[26] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[27] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[28] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[29] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[30] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[31] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[32] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[33] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[34] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[35] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[36] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[37] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[38] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[39] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[40] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[41] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[42] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[43] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[44] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[45] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[46] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[47] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[48] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে

^[49] নিজেদের হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সরকারি নিয়ম ম

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪৮ সংখ্যা, শনিবার, ২২ শ্রাবণ, ১৪৩৩

পণ্ডিত রামরাম বসু

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আদি লেখক রামরাম বসু জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ১৭৫৭ সালে। পরলোকগমন করেন৭ আগস্ট, ১৮১৩ সালে। পেশায় ছিলেন মুন্সি এবং প্রথম দিকের অন্যতম বাংলা গদ্যলেখক। তিনি হুগলির চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জীকারির জন্মোতিনি ফারসি শিখেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর জীবনের প্রথম দিকের কথা তেমন কিছু জানা যায় না। পরে তিনি যখন একাধিক ইংরেজের মুন্সি হিসেবে কাজ করেন, তখন তাঁদের কাছ থেকে তিনি মৌখিক ইংরেজিও শিখেছিলেন। তাঁর ইংরেজ মুনিবদের মধ্যে একজন উইলিয়াম চেম্বার্স। তাঁর সুপারিশে ব্যাপটিস্ট ধর্মপ্রচারক জন টমাস ১৭৮৭ সালের ৬ মার্চ তাঁকে বাংলা মুন্সি হিসেবে নিয়োগ করেন। ১৭৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টমাস ইংল্যান্ডে ফেরার আগ পর্যন্ত রামরাম তাঁর মুন্সি হিসেবে কাজ করেন। পরে ১৭৯৩ সালের নভেম্বর মাসে টমাস যখন উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর পরিবার নিয়ে বঙ্গদেশে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সুপারিশে কেরী রামরামকে তাঁর বাংলা মুন্সি হিসেবে নিযুক্ত করেন। এ থেকেই শুরু হয় কেরীর সঙ্গে রামরাম বসুর দীর্ঘ ভালোবাসা এবং কখনো কখনো তিক্ততার সম্পর্ক। প্রথমবার ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত রামরাম কেরীর কাজ করেন। কেরী তাঁর কাছ থেকে সামান্য বাংলা শিখে সে দুর্বল জ্ঞান নিয়েই তাঁর সাহায্যে বাইবেল অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। ১৮০০ সালে উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং যশুয়া মার্ম্যানকে সঙ্গে নিয়ে কেরী যখন শ্রীরামপুর মিনিস এবং তার প্রেস গড়ে তোলেন, তখন দ্বিতীয়বারের জন্যে রামরাম কেরীর অধীনে কাজ করতে আরম্ভ করেন। এবারে তাঁর কাজ হয় খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত সাহিত্য রচনা এবং অনুবাদ করে। ১৮০১ সালের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরীর অধীনে বাংলা বিভাগের সূচনা হলে, রামরাম সেখানে সহকারী মুন্সি হিসেবে নিযুক্ত হন। ৭ আগস্ট ১৮১৩ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রামরাম এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজে নিযুক্ত হওয়ার মাত্র দু’মাস পরেই ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে তিনি বারো ভূঁইয়াদের একজন - প্রতাপাধিত্যের জীবন নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর নাম ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’। ১৮০১ সালের জুলাই মাসে গ্রন্থটি শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের জন্মো তিনি কলেজের কাউন্সিল থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। পরের বছর তিনি বিভিন্ন কাজের উপযোগী চিঠিপত্রের একটি আদর্শ সংকলন প্রকাশ করেন। এর নাম ‘লিপিসিমালা’। এ দুটি গ্রন্থ ছাড়া, তিনি গদ্যে-পদ্যে আরও কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছিলেন, যেগুলিকে এক কথায় বলা যায়, খ্রিস্টীয় সাহিত্য। কলেজে তার অন্য যেসব বাঙালি সহকর্মী ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সংস্কৃত পন্ডিত এবং সংস্কৃত-প্রভাবিত রীতিতেই তাঁদের গ্রন্থাদি লিখেছিলেন। কিন্তু রামরাম বসুর গদ্য ছিল ফারসি-প্রভাবিত। সেকালে সাধারণ্যে প্রচলিত বাংলা গদ্যশৈলী কেমন ছিল, তার আভাস এ গদ্য থেকে পাওয়া যায়। বাংলা গদ্যে প্রথম লেখালেখি করে তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী স্থান করে নিয়েছেন। কোপার্নিকি যুগে সাহেব পণ্ডিতেরা দেশি পণ্ডিতদের সাহায্য ছাড়া চলতো না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেই দেশি পণ্ডিতদের সেখানে চাকরি দিতে থাকেন অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

চিত্রশিল্পী এবং সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন ৭ আগস্ট, ১৮৭১ সালে। তাঁর চিত্রকলাপীর শারু হয় তৎকালীন আর্ট স্কুলের শিক্ষক ইতালীয় শিল্পী গিলার্ডির কাছে। তার কাজে শেনেন ড্রয়িং, স্টাডিং ও জলরং। পরবর্তিতে শিল্পী সি এল পামারের কাছে লাইফ সাইজ, ভেল রঙ ইত্যাদি শিক্ষা অর্জন করেন। ভারতীয় রীতিতে তার আঁকা প্রথম চিত্রাবলী ‘কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত’। এই রীতি অনুসারী চিত্রশিল্পের তিনি নব জন্মদাতা। ১৮৯৫ সালের দিকে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম নিরীক্ষা শুরু করেন। ১৮৯৭ সালে আকলেনে ‘শুক্লাভিনাস’- রাধার ছবি মাঝে রেখে উৎকীর্ণ কবি গোবিন্দ দাসের পংক্তিরূপে। ১৯০০ সালে কোলকাতা আর্ট স্কুলে কৃষ্ণলীলা সিরিজ প্রদর্শিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ই বি হ্যাডেলের উদ্যোগে লর্ড কার্জনের দিল্লী দরবারে আরো দুটি প্রদর্শনী এবং লন্ডনের ‘স্টুডিও’ পত্রিকায় চিত্রালােচনা প্রকাশিত হলে অবনীন্দ্রনাথের ছবি শিল্পরসিকদের মাঝে আগ্রহের জন্ম দেয়। তার ‘শাজাহানের অস্তিমকাল’ মোঘল মিনিয়োচারের এক লোকান্তে নিরীক্ষা, যেখানে শাজাহানের অস্তিম অবস্থা কর্ণন রসের। ক্রমাঘ্যয়ে আকলেনে ‘বৃদ্ধ ও সুজাতা’(১৯০১), কালীদাসেরর শব্দ সংহার বিষয়ক চিত্রকলা(১৯০১), ‘চতুর্ভুজা ভারতমাতা’(১৯০৫), ‘কচদেবযানি’(১৯০৬), ‘শেষযাত্রা’(১৯১৪)। জাপানী প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ‘ওমর খৈয়াম’(১৯৩০) চিত্রাবলী। চিত্রসাধনের শেষ পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা নতুন মাত্রা লাভ করে। গড়ে তোলেন ‘কুঁচুম কাটিম’, আকার নিষ্ঠ এক বিমূর্ত রূপসৃষ্টি। ভারতমাতা ছবিই তিনি অঙ্কিত করেছিলেন। সাহিত্যসম্পদাঃ প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা আনুমানিক ছাট্টিশ। গল্প কবিতা চিঠিপত্র শিল্পে আলোচনা যাত্রাপালা পুথি স্মৃতিস্থা সব মিলিয়ে প্রকাশিত রচনা সংখ্যা প্রায় তিনশ সেরও। পিষ্যে রবীন্দ্রনাথ থাকুরের অনুপ্রেরণায় লেখালেখির সুত্রপাত। কবিগুরু ‘বাল্য গ্রন্থাবলী’র কর্মসূচী শুরুর প্রাক্কালে বলেছিলেন,- ‘ছোটদের পড়বার মত বই বাংলাভাষায় বিশেষ নৈই। এ অভাব আমাদের ঘোচাতে হবে। তুমি লেখ।’ ‘বাল্য গ্রন্থাবলী’র প্রথম ও তৃতীয় বই অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা ও ক্ষীরেরপুতুল। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ‘নবযুগ’পরে ১৩১১ শ্রাবনে, ‘নবদুর্বা’ নামে। রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক থাকার সময় ১৯২১-১৯২৯ সালের মধ্যে যে উনিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলেন শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মাই তার

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

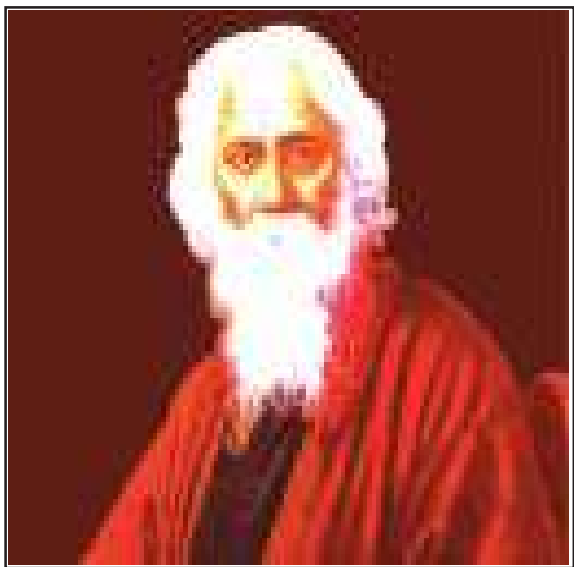


ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীরবাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শুনানো। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর

কবিগুরু’র হস্তলিপি এক অভিনব শিল্প

রবীন্দ্রকুমার শীল

রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি মানেই হল একটি ছবির জগতে প্রবেশ করা। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ধরা পড়ে গিয়েছে তাঁর হস্তলেখা শিল্পের মধ্যে দিয়ে। হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে কবি নিজের শিল্প চেতনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে শিল্প ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যক হয়ে যেতে হয় যে একজন কবি কতখানি শাস্ত্র এবং ধ্যানমগ্ন হয়ে সাহিত্য সংসারে বসবাস



করছিলেন। তিনি বহু দুঃখের মধ্যে থেকেই মনকে একটু চম্পল হতে দেননি। তিনি সব সময়ে নিজেকে একটি ধ্যান জগতে বা আত্মমগ্ন জগতে ধরে রেখে দিয়েছিলেন। সেই কারণে বাহ্যিক কোনও আঘাত বা বেদনা তাঁকে প্রভাবাত করতে পারেনি। আর করতে পারেনি বলেই আজকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো প্রতিভাবান সাহিত্যিক এবং কবিকে পোয়ে সমৃদ্ধ লাভ করতে পেরেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের মনের গহনে প্রবেশ করতে গেলে তাঁর শিল্প হস্তলিপির দিকে অতি অবশ্য দিকপাত করতে হবে। না হলে তাঁর শিল্পরসকে উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যেসব লেখা লিখে গিয়েছেন তার মধ্যে শিল্পবোধ অতি অবশ্যই থেকে গিয়েছে। সেই কারণে তাঁর লেখা মানুষের কাছে চিরকালের হৃদয়গ্রাহী। মানুষ সময়েই কবির একই কবিতা, গান এবং উপন্যাস পড়ে থাকে। কিন্তু বারবার তা নতুন রূপে মানুষের কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কীর্তির বা সৃষ্টির শিল্প মানসিকতা। হস্তলিপিতে বা ভ্রাম্যতে শিল্পবোধ না থাকলে তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা একেবারে অসম্ভব। চিত্রশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্র নাথের জীবন শুরু হয়েছিল হস্তশিল্পের কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে। তিনি তাঁর লেখার সমগ্রাম্বা কালে

কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। হস্তলেখার সংরোধন করার মধ্যে দিয়ে একটি শিল্প মানসিকতা ধরা পড়ে। আসলে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই শিল্পরসিক ছিলেন। তিনি প্রায় সব বিষয়েই শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে থাকতেন। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিচয় ঘটতে থাকে তাঁর লেখার খাতায় পাওয়া। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল আগামী দিনে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ হওয়ার বসন। “ রবীন্দ্র নাথের হস্তলিপির বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর মনে গহনে প্রবেশ -সূত্রে

কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করা, ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রাফোলজি (Graphology): রবীন্দ্র হস্তাক্ষরের সে-কিছুটি নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞন। জটিল সেই ব্যাপার পরিহার করে আমরা দেখতে ও দেখাতে চাই কবির হস্তলিপি, সোজা কথায় তাঁর হাতের লেখার নামান্নিক মূল্যবান কীভাবে আমাদের আধুনিক জীবনেও সৌন্দর্য-চর্চার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে প্রতিনিয়ত তাঁর অন্যান্য (অমূল্য সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে) লিপি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা, বিশ্বনাথ রায়, বুলেটিন, এপ্রিল-২০২৩, এশিয়া টিক সোসাইটি)।

রবীন্দ্রনাথের হস্তশিল্পের মধ্যে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করা যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পুজারি ছিলেন বলে গ্রহণ করা যেতেই পারে। সেই কারণে তাঁর হস্তলিপির মধ্যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর হস্তলেখার মধ্যে দিয়ে বিস্ময় আটের প্রকাশ ঘটে গিয়েছে। কবি সময়ে চেষ্টা করতেন তাঁর কাছ থেকে সবাই যেন নতুন কিছু শিখতে পারে, জানতে পারে এবং স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সেই কারণে তিনি তাঁর লেখার মধ্যে ডুডলিং (Doodling’s) নামে লেখার সময় বর্জিত পাঠ, শব্দ, পঙ্ক্তির হিজিবিজি কাটাকুটিকে এক একটা চিত্রে রূপ দিয়েছেন। এখানেও

কবিগুরু নিজেকে শিল্পী হিসাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। দূর থেকে তাঁর বহু লেখার কাটাকুটি দেখলে মনে করে কোনও চিত্রশিল্পী নিপুন হাতে শিল্প রচনা করতে মগ্ন ছিলেন। প্রতিটি কাটাকুটি এক একটি শিল্পরসকে সমৃদ্ধ। এই কাটাকুটি চিত্রশিল্পকে স্বীকৃতি দিতে কবি নিজেই তার পাশে স্বাক্ষর করে দিতেন যাতে করে হস্তচিত্র শিল্পী কে তাঁকে চেনানোর। আসলে রবীন্দ্র মহাসমুদ্রের মতো বিশাল। তার শেষ সীমা খালি চোখে কেন বাইনাফুলার দিয়েও শেষ দেখা একেবারে সম্ভব নয়। মহাকাশের মতো রবীন্দ্র সাহিত্য সীমাহীন। সেই সীমাহীন জগতে একবার কেউ প্রবেশ করলে তাঁর জীবনটা একেবারে পরিব্রাজ্যে সমুদ্র হয়ে যেতে বাধ্য। রবীন্দ্র সাহিত্য শুধু নিয়ে চর্চা করলে শুধু মাত্র জ্ঞান অর্জন করা নয়, পাশাপাশি মনকে শুদ্ধতার পরিণত করে দিতে থাকে। মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সব ধানিগুলি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়ে শুদ্ধতায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রকৃত রবীন্দ্র প্রেমিক ব্যক্তিতা কিন্তু মহামানবের সদ্ভা বহন করতে সক্ষম হয়। ধ্যানমগ্নতাই হচ্ছে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল কার্যকরণ। আত্মোপলব্ধি করা সম্ভব রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে। শৈশব এবং বাল্য কালে রবীন্দ্র নাথের হাতের লেখা ভালো ছিল না। তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ থেকেই জানতে পারা গিয়েছে। কৈশোরের সূচনাপর্বে যে নীল খাতা, লেটস ডায়ারি, প্রভৃতিতে বাল্য বা কৈশোরের লেখালেখি ছিল তা আজকে বিলুপ্তির পথে। রবীন্দ্র নাথের নিজের কথাকেই বলা যেতে পারে,- ‘ নীল খাতাটিক্রমেই বঁাকা-বঁাকালাইনে এবং সর-মোট অক্ষরে ঝীটের বাসার মতো।’ বড়ো বড়ো কাঁটা অক্ষরের’ অসমান লাইন সেবল লক্ষ্য করে ব্যসের তুলনা সুন্দর হওয়ার কথাও নয় কৈশোর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখা হাতের লেখার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। রবিভূমের শিশু সাহিত্যিক শিবরত্ন মিত্র ১৯০৮ সালে ছোটদের জন্য পরিকল্পিত তাঁর দাউ-লিপি লিখন প্রণালী (১৩১৫) গ্রন্থে তার কবি রবির কাছে ‘টানা লেখার আদর্শ’ হিসাবে একটি দৃষ্টান্ত তুলন কবি রবীন্দ্র লিপি প্রাধান্য করলে তিনি শিশু লিপির ‘ছুরি দিনে’ কবিতার প্রথম স্তবকটি সুন্দর করে লিখে নেন। ডুমিকায় শিবরত্ন মিত্র লিখেছেন- ‘ বর্তমান সহিত্য সম্রাট কবিবর শ্রীযু্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের প্রার্থনা মত হস্তলিপির জন্য সবথ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ‘স্বরচিত কবিতা’ স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া আমাদেরিগকে ধন্য করিয়াছেন। আশা করি, শিশুগণ তাঁহার সুগঠিত অক্ষর ছন্দের অনুবর্তী হইয়া অক্ষরের গঠন রচনা করিবে, কবিবরের এই অনুগ্রহের জন্য আমাদের সহিত বর্তমান..’

২২ শে শ্রাবণ : অন্তিমিত রবি

ড.সুবীর মুখোপাধ্যায়

বাইশে শ্রাবণ... অন্তমিত রবি। ‘আরে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শাস্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।’ জীবনে তিনি বহু প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেছেন, তাই হয়তো দু গু স্মরে বলতে পেরেছিলেন, ‘করি না ভয় তোমারি জয় গাথিয়া যাব চলিয়া, দাঁড়ায়ে আসি তব অমৃত দায়ের।’ শেষ লগ্নে রোগশয্যায়, অশ্রুত জীবনের শরীরে অসুস্থতার কথা একেবারেই বলতে চাননি। তাঁর তখন খুবই নিজে হতে নিজের হাতে কলম নিয়ে লিখতে। খাতা নিয়ে লিখতে শুরু করলে, একটু পরেই হাত কঁপে পেশি শিথিল হয়ে পড়ত। সে সময়ে তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন, তাঁর লিপিকার সুধীরচন্দ্র কর লিখে নিতেন। ‘তিনসঙ্গী’ বইয়ের ‘রবিবার’ গল্পটি লিখে প্রথম মুখে বলে লেখানো। শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে থেকে অন্তগামী রবির দিনলিপি তিনি ১৩৪৮-এর অগ্রহায়ণে ‘প্রবাসী’তে লিখে গিয়েছিলেন। মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সম্বন্ধে সুধীরবাবু লেখেন, “কোনদিনও তিনি মৃত্যুপথের রীভংসত্যকে কিংবা তার অনিশ্চয় ভয়কে মনে আমল দেননি। উপরন্তু জীবনের প্রথম থেকেই দেখি মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি তাঁর কাছে একটি বিশেষ ধারায় নানা বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে।”

প্রথম জীবনে তিনি ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে’ বলে শুরু করলেও মধ্য জীবনে ‘বৈরাগ্য সামনে মুক্তি সে আমার নয়’ এ কথাও যোগ্যতা করেন। শেষ জীবনে রোগশয্যায় যে ক’জন তার সঙ্গে থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো হাসি-ঠাট্টা করতেন। রোগশয্যায় বিম্বকবি তখন চার দেওয়ালে মাঝে আবদ্ধ। তাঁর গভীর ঘুমের সময় সকলে তত্বই হয়ে দূর থেকে দেখে, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বায্যথ হচ্ছে নাই। ফিসফিস করে খবর চালাচালি হতে থাকে। বেশির ভাগ

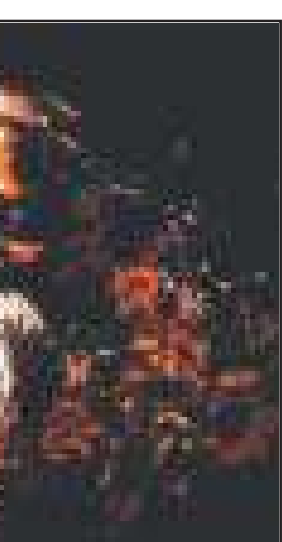
সময় সোফায় আচ্ছন্ন ভাবে দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকেন। এক সময় নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। এক দিন রাত বারোটার পর তন্দ্রা



ভেঙে গেলে জানতে চান, “দারোয়ানের যেন পেটে বাথা হয়েছিল। কেনো আচ্ছন্ন সে?” কয়েকদিন কুকুরটাকে খাবার দিয়ে আদর করতেন। কৌতুহল নিয়ে দেখতেন চড়ুইটাকে। তাদের নিয়ে তাঁর অজস্র প্রশ্ন। মৃত্যুভয় বলে কখনও কাবু করতে পারেনি। এক দিন মজা করে তাকে বলা হয়েছিল, বুড়ো বয়সে সবাই ঠাকুর দেবতার নাম জপে, আর আপনি পশুপাখি লোকজন নিয়ে হাসি গল্প করছেন। লোকে কী বলবে আপনাকে? কবি বললেও মজা পেয়ে ছগ্নগাভীরে বলেন, “সত্যিই তো লোকে কী বলবে!”

রোগশয্যায় পা ঠিকমতো নড়াচড়া করতে পারেন না। সবাই বলে বিশ্বাস দিতে। নাতনি গুণ্ধ খাঁয়ে ঘুম পাড়াতে চায়। সবার পীড়া পীড়িতে কিছুক্ষণ ঘুমের ডান করেন। রাত তিনটের সময় চির দিনের অভ্যাসমতো লিখতে চান। সবাই বলে, এখনও ওটার সময় হয়নি। তাঁর বিশ্বাস হয় না; “নিশ্চয়ই আত্মকে তোরা ফাকি দিচ্ছি।” দুর্বল শরীরে টানা কাজ

করতে পারেন না। কপালের শিরায় ফুটে ওঠে শীর্ণতা। দৃষ্টি ক্ষীণ। শ্রবণশক্তিও। দু-তিন জন মেয়ে পালা করে, তাঁর ফরমায়েশি



গানগুলো গায়। তাই শুনে বলেন, “ওরে গানটা ভালো করে গা তো। সিন্ধুপারে চাঁদ তো বুঝি আমার জন্য আর উঠবে না।” ২৪ শে জুলাই ১৯৪১ সমগ্র শান্তিনিকেতন, ভুবনভাড়া, বোলপুর জুড়ে ববার রাত গেল কবিগুরু চিকিৎসার জন্য শান্তি নিকেতন ছেড়ে যাচ্ছেন কলকাতা। তখন নতুন নতুন আলোর জন্য শান্তিনিকেতনের চারিদিকে ল্যাম্পপোস্ট বসানো হচ্ছে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার সময় ভুবনভাঙ্গার রাস্তার ধারে নতুন পাওয়ার হাউস দেখে তিনি নাতনি নন্দিতাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন “পুরনো আলো চললো, আসবে বুঝি এবার তাদের নতুন আলো।” ২৫ শে জুলাই ১৯৪১, খুব ভোরে উঠে তৈরি হয়েছেন কবিগুরু, উদয়ন বাড়ির দোলায় পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি, মনে মনে ভাবছেন তার প্রিয় আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা ভোর না হতে হতে সকলক মিলে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে

একটি চিত্রে রূপশাস্তিরত করা। হস্তলিপিও যে চিত্র হয়ে উঠতে পারে এবং তা ক্রমশ জনজীবনে খ্যাতি লাভ করতে পারে সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার দিকে মনোনিবেশ করতেন। তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা নতুনের স্বাদ গ্রহণ করে থাকি। সেই কারণে তাঁর হস্তলিপি গুলি চিত্রশিল্পে পরিণত হতে পেরেছে।‘মালতী পুথির লেখাগুলি পাঠযোগ্য হয়ে উঠলেও তা কিন্তু সুন্দর হয়ে উঠেনি। কিন্তু ২৫ বছর থেকে ৩০ বছর বয়সকালের মধ্যে রবীন্দ্র নাথের হাতের লেখা ক্রমশ পরিণত হতে শুরু করে। তখন তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন হস্তশিল্পকে চিত্রশিল্পে পরিণত করা যেতে পারে। এবং তা করতে পারলে সকলের কাছে তা গ্রহণীয় হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিশেষত্ব হল গ্রহণীয় তা কোনও সময়ে বর্জনীয় নয়। রবীন্দ্র বিরোধীরা কিন্তু পরাস্ত হয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য শিল্পের অভিনবত্ব। রবীন্দ্র সাহিত্যকে শিল্প-সাহিত্য আখ্যা দিলে কি সত্যিই ভুল বলা হবে? মনে হয় সেটা বোধ ভুল বলা হবে না। রবীন্দ্র মহাশয়গরের জল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার নিশানা পাওয়া খুবই কঠিন। পরাধীন দেশের নাগরিক রবীন্দ্রনাথকে এক পাশে বা কোনঠাসা করতে পারেনি ইউরোপ। তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে স্বাধীন বিদেশি রাষ্ট্রের জনগণ। পরাধীন দেশের কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ আত্মজাতিক নাগরিকে পরিণত হতে পেরেছিলেন। কবি জীবনের মধ্যপর্বেকবি হস্তাক্ষর আরও বেশি সুন্দর হতে শুরু করে। দেখা গিয়েছে থেয়া, নৈন্দেদ্য, গীতাঞ্জলী, গীতাঞ্জলি,গীতমালা প্রভৃতি কবিতাগুলি লেখার সময়ে কবি নিজের লিপি কুলাতায় যাঞ্ছন্ত সচেতন। সেই সময় থেকে কবি হাতের লেখার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। রবিভূমের শিশু সাহিত্যিক শিবরত্ন মিত্র ১৯০৮ সালে ছোটদের জন্য পরিকল্পিত তাঁর দাউ-লিপি লিখন প্রণালী (১৩১৫) গ্রন্থে তার কবি রবির কাছে ‘টানা লেখার আদর্শ’ হিসাবে একটি দৃষ্টান্ত তুলন কবি রবীন্দ্র লিপি প্রাধান্য করলে তিনি শিশু লিপির ‘ছুরি দিনে’ কবিতার প্রথম স্তবকটি সুন্দর করে লিখে নেন। ডুমিকায় শিবরত্ন মিত্র লিখেছেন- ‘ বর্তমান সহিত্য সম্রাট কবিবর শ্রীযু্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের প্রার্থনা মত হস্তলিপির জন্য সবথ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ‘স্বরচিত কবিতা’ স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া আমাদেরিগকে ধন্য করিয়াছেন। আশা করি, শিশুগণ তাঁহার সুগঠিত অক্ষর ছন্দের অনুবর্তী হইয়া অক্ষরের গঠন রচনা করিবে, কবিবরের এই অনুগ্রহের জন্য আমাদের সহিত বর্তমান..’

ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে বোড়াই চণ্ডী

ব্রজকিশোর রায়

ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর। এই পোর্স্ট শুধুমাত্র বোড়াই চণ্ডী মাতার মন্দির নিয়ে নয়, তার আশেপাশে যেসব গৌরবময় ইতিহাস ছড়িয়ে আছে, তারও কিছু ছোঁয়া আছে এই পোর্স্টে। এই অঞ্চলের সাথে ঈশ্বর প্রেম আর দেশ প্রেম অঙ্গঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। চন্দননগরে বোড়াই চণ্ডীতলার রয়েছে মা বোড়াই চণ্ডী মন্দির। বর্তমান মন্দিরটি উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। মন্দিরটি জোড় বাংলা শৈলীর। অর্থাৎ দুটি দোলা বা এক বাংলা মন্দির পাশাপাশি, জোড়া লাগানোর মতন করে তৈরি বলে এই ধরনের মন্দিরকে জোড় বাংলা মন্দির বলা হয়। মন্দিরের প্রথম দোলাটি অলিঙ্গ হিসেবে এবং দ্বিতীয় দোলাটি মন্দিরের গর্ভগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অংশটি ত্রিখিলানযুক্ত। মন্দিরটি উঁচু ভিতের ওপর স্থাপিত। মন্দিরের ওপরে একটা পাথরের ফলকে লেখা আছে, শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী বোড়াই চণ্ডী মাতার মন্দির, বোড়াই চণ্ডীতলা, চন্দননগর।

গর্ভগৃহে উঁচু দেবীর ওপর মায়ের মূর্তি। শায়িত মহাদেবের ওপর মা বসে আছেন। মূর্তিটি নিম কাঠের তৈরি। তার ওপর অষ্ট ধাতুর পাট জড়ানো। চোখ দুটো টানা টানা, বড়ো বড়ো। মা এখানে ব্রিনয়নী। ওপরের ডান হাতে চক্র। নীচের ডান হাতে ত্রিশূল। ওপরের বাঁ হাতে শঙ্খ। নীচের বাঁ হাতে মুক্তা। মা’কে সব সময় শাড়ী পড়িয়ে রাখা হয়। মাথায় রপোর নুকুট পরানো। মায়ের বদীর সামনে শিবলিঙ্গ। তারও মাথায় রৌপ্য নির্মিত নুকুট। শোনা যায়, আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে এই অঞ্চলে ছিল মহাশ্মশান। শ্মশান আজও আছে। মন্দির থেকে গঙ্গার ঘাটের দিকে যেতে বাঁহাতে পড়বে শ্মশান, একেবারে গঙ্গার গা ঘঁষে। এই অঞ্চলের নাম বোড়াই চণ্ডীতলা। আর ছিলো বড় বড় অসংখ্য সরু মোটা খুরি পরিবৃত হয়ে থাকা অনেক বট গাছ। আজও শ্মশানের উল্টো দিকে একটা সেরেরক্ষ বুরি পরিবৃত বটগাছ আছে। আর এই শ্মশানে এক সাধারণ ডেরা ছিল। তিনিই ছিলেন মা চন্দ্রীর পুজারী। তবে প্রায় সব সময়ই তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। ধনপতি সওদা গরের পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগর তাঁর জমীনার কাছ থেকে সংবাদ পেলেন হতেই, তাঁর পিতাকে সিংহাসনে আটকে রাখা হয়েছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি তাঁর বিশাল বাণিজ্যতরী, আর লোকজন নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন সিংহদোর উদ্দেশ্যে। তিনি এই বোর অঞ্চলে চণ্ডী মায়ের রক্ষা জানতেন। ভাবলেন যাওয়ার পথে

মা’কে পূজা দিয়ে যাবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। এখানে এসে সাধুর সঙ্গে দেখা করলে মায়ের মন্দির তৈরি করে, মায়ের মূর্তি স্থাপনা করে, মায়ের পূজো দিয়ে, সাধুর আশীর্বাদ নিয়ে রওয়ানা দিলেন সিংহদোর আটক তার পিতাকে মুক্ত করার জন্য। শোনা যায় এই যাত্রা পথে তিনি যেখানেই তাঁর বাণিজ্য তরী ভিড়িয়েছিলেন, সেখানেই কলিকাতা নামের মন্দির তৈরি করেছিলেন। কথটা কতদূর সত্যি তা জানি না, তবে কলকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়ার মহাশ্মশানে তাঁর তৈরী জোড়া শিব মন্দির আছে। তবে পুরনো মন্দির আর নেই। সংস্কারের অভাবে হারিয়ে গেছে প্রাচীন। তবে গড়িয়ার মন্দির জোড়া। শিব মন্দিরের পাশের বিল্ডিংয়ের দেওয়ালে, কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে একটা ফলক লাগানো আছে। তবে সে জোড়া শিব মন্দিরের একটায় শিবলিঙ্গ বা শিবের কোনো মূর্তি নেই। আছে মা কালীর একটা মূর্তি। সেসব অন্য প্রসঙ্গ। সেকথা অন্য কোনো সময় বলা যাবে।

ফিরে যাই আগের কথায়। সে সময় এই অঞ্চলের নাম ছিল বোড়াই। চন্দননগর নামকরণ তখনও হয়নি। পরবর্তী কালে, বোর, খলিসানি আর চন্দনমল পাড়া নিয়ে গড়ে ওঠে গন্দননগর।

প্রথমে শায়েস্তা খাঁর অনুমতি নিয়ে (১৬৭৩) ফরাসিরা এখানে কুঠি তৈরি করেছিল। কিন্তু নানা সমস্যায় তারা এখান থেকে চলে যায়। পরবর্তী কালে দিল্লীর বাদশা ওরঙ্গ জেবের কাছ (১৬৮৬) থেকে অনুমতি নিয়ে এই অঞ্চলে পাকা পাকিভাবে গড়ে তোলে ফরাসি উপনিবেশ।

আর ফরাসী ইতিহাস ঘটনো বা না, শুধু এইটুকুই বলি, বোড় বা বোড়াই অঞ্চলে এই চণ্ডী মন্দির তৈরী হয়েছিলো বলে এই বিগ্রহের নাম হয়, বোড়াই চণ্ডী, এবং এই অঞ্চলের নাম বোড়াই চণ্ডীতলা। মন্দিরে মা’কে প্রতিদিন অন্নভোগ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় শীতলাভাগ। মন্দির খোলা হয় সকাল ৬ টায় বন্ধ হয় দুপুর ১.৩০-২.০০ টায়। বিকেলে খোলা হয় ৫.০০ টায়, বন্ধ হয় রাত ১০.০০ টায়। মন্দিরের সামনে একটা নাটমন্দির রয়েছে। নাটমন্দিরের সামনে রয়েছে হাড়িকাঠ। এখানে এখনো পূজো উপলক্ষ্যে বলি হয়। চৈত্রমাসে নীল পুজো এবং চড়ক উৎসব হয় বেশ ধুমধামের সাথে। প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় এই মন্দিরে। বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। দুর্গাপূজার সময় মা’কে দুর্গারূপে পূজো করা হয়। মন্দিরের আগেই ডান হাতে একটা শিব মন্দির (বাবা গঙ্গাধর) রয়েছে।

পরের দিন ইনজেকশনের এই প্রতিক্রিয়া কেটে যাওয়ার পর বেশ হাসিমুখে রানী মহলানবিশের বাললেন, “জানো আজও আর একটা কবিতা হয়েছে সকালে। এ কী পাগলালী বল তো? প্রত্যেক বারই ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু তারপরেই দেখি আবার একটা বৈতালিকের সংগীত অর্ঘ্য। উদয়নের দোতলা থেকে নামার পর তার প্রিয় ‘বাঙাল’ ক্ষিতিমোহন সেনকে বললেন, “একমাস পরে ফিরবো। দেখো ছড়ার বঁটা যেন ছাপানো বলে হয়ে থাকে।” প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ‘রবীন্দ্র জীবনকথা’তে লেখেন, “শান্তি নিকেতনের সঙ্গে সত্তর বৎসরের স্মৃতিজড়িত কবি কি বুঝতে পেরেছিলেন এই তাঁর শেষ যাত্রা? কবিকে স্টেচারে করে নিচে নামানো হল। কবি আধশোয়া অবস্থায়। চোখে নীল চাবুকের। যাবার সময় চোখে রম্মাল দিচ্ছেন দেখা গেল।” যাবার সময় ডাঃ সুবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাকে ইশারায় কাছে ডেকে বলে গেলেন, ডাঃ আমার আশ্রম রইলো, আশ্রমবাসীরা রইলেন, তাদের তুমি দেখো।’

উদয়ন থেকে উত্তরায়নের লাল সুরকির পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত আশ্রমিক। তারা সমবেত হয়ে গান গাইছেন, ‘আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন। তার আকাশ- ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে...’

জোড়াসাঁকোয় অনুস্ম কবিকে সারা ক্ষণ দেখাশোনা করতেন প্রশান্ত মহলানবিশের স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ (রানী)। কবি তাঁকে

পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভালো হয়ে পরে ওটা মেজে ঘষে দেবো।’ যদিও বিশ্বভারতীর সোজান্যে একটি সুর অনুযায়ী কবিগুরুর সর্বশেষ কবিতা, ৩০ শে জুলাই অস্ত্রো পচারের পর সন্ধ্যার সময় তার মুখবিঃসৃত একটি কবিতা যা লিপিবদ্ধ করা হয়... ‘দুঃখের আধার রাাত্রি বাের বাের এসেছে আমার দ্বারে...’ যে কবিতার শেষ লাইন, মৃত্যুর নিপুন শিল্প বিকীর্ণ আধারে।’ অস্ত্রোপচারের পরে প্রবাবের সমস্যা দেখা দিল। তা-ও অতিক্রান্ত শরীরে শয্যার পাশে নির্মলকুমারীর উদ্বিগ্ন মুখ দেখে ‘হাঃ’ করে চৌচালে শ্রীমতী মহলানাবীশ হেসে ফেলেন। কবি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন “এই তো একটু হাসো। তা না গভীর মুখে করে এসে দাঁড়ালেন। এতো গভীর কেন?” এর পরে ঘনঘন হিষ্কা কবিকে বিপর্যস্ত করে। তখন দেশীয় টোটকা মিহরি এলাচগুড়ো বারকয়েক দেওয়ার পর কিছুটা কালো বললেন, “আঃ বাঁচলুম এই জন্যই তো হেভনস’ বলি।” অবশেষে এল ২২ শ্রাবণ, রানী পূর্ণিমার দিন। কবির মুখ পূব দিক করে রাখা। অন্তমিত রবির প্রাক্ মুহূর্ত। আগের রাত্তে চিনা ভবনের অধ্যাপককে দেওয়ার কথা খাটের মধ্যে অ্যাম্বারের জপমালা নিয়ে জপ করতে দেখাও পর থেকেই সে ঘরে ভগবানের নাম ধরনিত হয়। অমিতা দেবী কানের কাছে ‘শাস্ত্ন্ম শিবম অদ্বৈতম্’ মন্ত্র আর বিধুশেখর শাস্ত্রী পায়ের কাছে মাটিতে বসে ‘ওঁ পিতা নোম্হস্মি’ মন্ত্রপাঠ শুরু করেন। শেষ রাত্রি থেকেই ব্রহ্মসঙ্গীত শুরু হয়। মধ্যাহ্নের ঠিক শেষ মুহূর্তের আগে ডান হাতখানা কপূত্রে কপূত্রে উপরে তুলে কপালে ঠেকাতেই হাত পড়ে গেল। অন্তমিত হলেন কবি রবি। শ্রাবণের ধারার মতো... বিশ্ববাসীর চোখে গেল। তাই ২২ শে শ্রাবণ, রবী, বৃষ্টি, চোখের জল কোথায় যেন একাকার হয়ে গেছে।

(কৃষ্ণভক্তা স্বীকার - বিশ্বভারতী, প্রামাণ্য গ্রন্থ)। ২২ শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রায়ঃ দিবস উপলক্ষ্যে লোকক ড. সুবীর মুখোপাধ্যায় এই বিশেষ প্রবন্ধটি লিখেছেন।

হাওড়ায় স্বাধীনতা দিবসের মুখে আকাশে মাঞ্জার মরণফাঁদ! সচেতন থাকার নির্দেশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৭ আগস্ট : উৎসবের আনন্দে ঘুড়ি উড়লেও রাস্তায় এত পেসে রয়েছে ধারালো চিনা মাঞ্জার বিপদ। গলা কিংবা



চোখ কেটে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই ফুল হেলমেট, চশমা ও স্ফার্জ ব্যবহারের পাশাপাশি সচেতন থাকার নির্দেশ প্রশাসনের। আকাশে উড়ছে ঘুড়ি। মাঞ্জা সূতের সামনে পড়ে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় এড়াতে যে কয়েকটা জিনিস আপনার দুর্ঘটনার

আশঙ্কা কম করে দিতে পারে। শহর দিবসের আগেই আকাশে উড়ছে রাস্তায় ঘুড়ি। তাতেই বিপদের সম্মুখীন পথ চলতি মানুষ। ১৫ আগস্ট এবং বিশ্বকর্মা পূজে ড প ল ক্ষে ইতিমধ্যেই ঘুড়ি উড়তে শুরু করেছে আকাশে। হাওড়া শহরে স্বাধীনতা দিবসে ঘুড়ি উড়ানোর রীতি দীর্ঘদিনের। সেই মতো যতদিন এগিয়ে আসছে,

বাড়ছে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রবণতা। শহর অঞ্চলে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রবণতা বেশি। ঘুড়ির উৎসবে রাস্তায় মরণফাঁদ। মাঞ্জা সূতের প্যাচে পাখিদের সাণ যাচ্ছে। অন্যদিকে গতিশীল প্রাণ সস্কম সূতো পড়ে আরোহীদের চোখ- নাক- গলা শরীরের বিভিন্ন স্থান ক্ষত হচ্ছে।

গভীর সমুদ্রে কোথায় আছে ট্রলার? বাড়ি বসেই মোবাইলে লাইভ লোকেশন, দিঘায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৭ আগস্ট : দিঘার ঢেউ আর ভাঙের নোনা হাওয়ার সঙ্গে যে আতঙ্কটা জড়িয়ে ছিল, সেটা এবার অতীত। সমুদ্রে গিয়ে ট্রলার ফিরবে তো? – এই প্রশ্নটা আর প্রতিটা জেলে পরিবারকে রাত জাগাবে না। কারণ জেলা প্রশাসন এবার উপকূলে খুলে দিল জেলদের জন্য বিশেষ ‘ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম’। জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে চলা এই রুম থেকে এখন থেকে নজর থাকবে সমুদ্রে থাকা প্রতিটি ট্রলারের উপর। লক্ষ্য একটাই – বাড হোক বা ইঞ্জিন খারাপ, কোণে জেলে যেন নিশোঁজ না হয়। প্রকৃত্তির হাত ধরে সমুদ্রেও এবার পৌঁছে যাবে প্রশাসনের সুরক্ষা। দিঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর থেকে সমুদ্রে যাওয়া প্রতিটি ট্রলারে রয়েছে GPS ট্র্যাকার, ট্রান্সপন্ডার ও VHF কমিউনিকেশন সেটা ট্রলার ঘাট ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার লাইভ লোকেশন, গতিপথ আর স্পিড উঠে আসবে দিঘার কন্ট্রোল রুমের বড স্ক্রিনে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা ডিউটিতে থাকেন প্রশিক্ষিত পুলিশ আধিকারিকরা। কোনও ট্রলার যদি নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে বিপজ্জনক জোনে ঢোকে, বা আবহাওয়া খারাপ হয়, সঙ্গে সঙ্গেই অ্যালার্ট যাবে ট্রলার এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীর কাছে। সমুদ্রের মাঝ থেকেও এখন সরাসরি কথা বলা যাবে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে। দেরি নেই, ফাঁক নেই। এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় লাভ ধরে বসে থাকা মানুষগুলো। আগে ট্রলার দেরি করলেই মা- স্ত্রীদের চোখে জল আসত। এখন বাড়ি বসেই মোবাইলে জানা যাবে প্রিয় মানুষটি কোথায় আছে। কন্ট্রোল রুম থেকে নিয়মিত পাঠানো হবে আবহাওয়ার আপডেট, সতর্কবার্তা এমনকি মাহের সন্তাবা জোনের খবরও যুক্তির মাধ্যমে। রাজ্য পুলিশের ডিআইজি অমিতাভ মাইতি বলেন, সমুদ্রে মাছ শিকারে যাওয়া মৎস্যজীবীদের জন্য দুটি কন্ট্রোল



রুম খোলা হবে। একটি শংকরপুরে ও অন্যটি পেঁয়্যা ঘাটে। সম্প্রতি ট্রলারডুবির ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মৎস্যজীবীদের। এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দিয়েছেন কন্ট্রোল রুম খোলার। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অত্যাধুনিক মানের দুটি কন্ট্রোল

ওড়ানোর আনন্দ উপভোগের পাশাপাশি দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়। উৎসবে শামিল হওয়া ব্যক্তিদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে ঘুড়ি উড়ানোর সূতো কোনওভাবে রাস্তার উপর না পড়ে। ব্যস্ত রাস্তা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ঘুড়ি ওড়ানো । বাইক-সাইকেল আরোহীদের ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা বেশি। বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনের নজরদারি বা নিষেধাজ্ঞা লক্ষ্য করা যায় ঘুড়ি ওড়ানোর ক্ষেত্রে। পথ চলতি মানুষের ব্যক্তিগত সতর্ক হওয়া বিশেষভাবে আয়োহণের সময় ফুল হেলমেট, ফুলহাতা জামা, চশমা, এবং গলায় স্ফার্জ ব্যবহার করে সুরক্ষা নেওয়া যেতে পারে। এই সম্মত জিনিস ব্যবহারের ফলে কিছুটা ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। একাধিকের মানুষের দাবী এ বিষয়ে প্রশাসন আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। তবেই বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে কম হবে।

জলস্তর বাড়তেই শুরু নদীভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৭ আগস্ট : গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই ফেনে শুরু হয়েছে ভয়াবহ নদীভাঙন। এবছর আবার ভাঙন আতঙ্কে ঘুম উড়েছে মালদার মানিকচক রকের তুতনি ধীপ বাসিন্দাদের। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তুতনির কেশরপুর কলোনি এলাকা, যেখানে একদিনেই কয়েকশো মিটার এলাকাজুড়ে নদীভাঙনের ঘটনা ঘটেছে। গঙ্গার গ্রামে ইতিমধ্যেই বিঘার পর বিঘা চাষের জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জেলা সেচ দফতরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে গঙ্গার জলস্তর ২৩.৫২ মিটার, যা বিপদসীমার ১.১৭ মিটার নিচে থাকলেও ক্রমশ বাড়ছে। একইভাবে ফুলনার নদীর জলস্তর ২৫.৮০ মিটার, যা বিপদসীমার ১.৬৩ মিটার নিচে রয়েছে। গঙ্গা ও ফুলনার নদী বেষ্টিত তুতনি ধীপের তিনটি বর্গ পঞ্চায়েতে তুতনি ধীপের মানুষের বাস। প্রতি বছরই নত্না ও নদীভাঙনের জয়ে চমম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় এখানকার বাসিন্দাদের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতি বছর নদীভাঙনে চাষের জমি, বাড়িঘর ও জীবিকা হুমকির মুখে পড়ে। অতিরিক্ত জল বাড়লেই বাধে ভেঙে প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা। তাঁর দাবি, অস্থায়ীভাবে মাসির বন্ধা বা বাঁধ দিয়ে কাজ না করে কংক্রিটের স্থায়ী নদীভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েক বছর ধরে তুতনির বিস্তীর্ণ এলাকায় দফায় দফায় নদীভাঙন চলছে।

মডিউল-এর প্রেরিত, পুনরুদ্ধার ও তথ্যস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ RN-ST-18-2026-27, তারিখঃ ০৫-০৪-2026। নির্মালিখিত কার্যের জন্য নির্মাণাধিকারকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে কাজের নামঃ রিডিয়া ডিভিশনের আর্থ কিকজ ডিটেস্টুরের মডিউল-এর মোরাত, পুরকরার ও প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,০০,০৭৬ টাকা;বায়নার ধরঃ ২২,০০০ টাকা ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকা এবং ০৩-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘটিকা সিনি. ডিএসটি/ই/রিডিয়া কার্যালয়ে খুলবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নম্বর সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসআরডিটি)/রিডিয়া **উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে** **প্রসারিতভে গ্রাহকদের সেবায়**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া **বউবাজার শাখা** **১৬শি বি.বি. গান্ধী স্ট্রিট** **কলকাতা- ৭০০০২২**

পরিশিষ্ট-৪ বিধি-৮(১) দেখুন।

দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

(হাবর সম্পত্তির জন্য)

সেইসম্মত, "সিকিউরিটিইন্সহন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনবোন্সেপ্টে অফ সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ২০০২"-এর অধীন "ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া"-এর একজন অধিষ্ঠিত কর্মচারী হিসেবে এবং "সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্টস (এনবোন্সেপ্টে) রুলস, ২০০২"-এর বিধি ৬-এর সাথে পঠিত থাকা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা জনাব বিকাশ চৌধুরী (পিতাঃ নির্মাল্য চৌধুরী) কে ০২-০৯-২০২৬ তারিখে একটি নিম্ন-সংলিভ বিজ্ঞপ্তি জারি করণেনে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে নির্দিষ্ট টাকা (তার লক্ষ চিহ্ন সহ) হাবর এর একটি টাঙ্ক ও (চিহ্ন সহ) প্রদান করা হবে প্রযোজ্য স্ট্রেজ ইন্ডিসট্রি- পরিচালক কর্তৃক হবে। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে, অন্তর্যাহা ঋণগ্রহীতা এবং সরবরাহকারকে অবহিত করা যাচ্ছে নেন, নির্মাল্যচৌধুরী "সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্টস (এনবোন্সেপ্টে) রুলস, ২০০২"-এর বিধি ৬-এর সাথে পঠিত সনদ্বিষ্ট আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, ২০২৬ সালের ৬ আগস্ট তারিখে নির্দিষ্ট বার্ষিক সম্পত্তির দলল গ্রহণ করবেন।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সরবরাহকারকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে যেন কোনো কোনেনে দা হস্তান্তর করা না হয় কারণ এই সম্পত্তির ওপর ৪,৪০,০৫১.৫৪ টাকা (চতুস্রি প্রযোজ্য) ইন্ডিসট্রাই। এবং সূচনা-এর জন্য "ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া"-এ দাবি বা দাখলার বিধানন রয়েছে।

সম্মতকৃত সম্পত্তি স্থানীয় বা পুরকরার দ্বারা চলা উপলব্ধ সমসীয়া সত্ত্বোত্ত যিহনে সনদ্বিষ্ট আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৬)-এর বিধানবিরোধি প্রতি ঋণগ্রহীতার স্টি অর্থ্যর্থ করা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৭ আগস্ট : দুর্গাপুর রক্ত বিক্রি চক্রের ঘটনায় প্রেফতার তিন। ধৃতদের নাম দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, অমিত প্রসাদ ও এনাড়ি হাবিবুল্লাহ। হাবিবুল্লাহ বাড়ি মালদায়। দুর্গাপুরের একটি হোটেলের কাজ করেন। বাকি দু’জনের বাড়ি দুর্গাপুরেই। স্কুল ছাত্রদের দিয়ে রক্ত বিক্রির চক্র চালানোর অভিযোগে ধৃতদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি বিসম্ভিত হয়ে থানার দারস্থ স্কুলের প্রিন্সিপাল ও অভিভাবকরা। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্গাপুর থানার পুলিশ তদন্ত নেমে তিনজনের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিসয়টি বিসম্ভিত হয়ে থানার দারস্থ স্কুলের প্রিন্সিপাল ও অভিভাবকদের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত নেবে দুর্গাপুর পুলিশ। টাকার প্রলোভন দেখিয়ে স্কুল পড় যা়া নাবালকদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রক্ত সংগ্রহ করার অভিযোগ। অভিযোগের পরই ততালপাড় শিলাঞ্চল দুর্গাপুর জুড়ে অভিযোগ, দুর্গাপুরের ইম্পাত নগরীর একটি বেসরকারি স্কুলের তিন নাবালক পড়ুয়াকে টাকার লোভ দেখিয়ে বিনিময়নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এক রোগীর আত্মীয় পরিচয় দিয়ে তাদের রক্তদান করানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ রক্ত সংগ্রহের জন্য সরকারি নথিতেই নাবালকদের বয়স বদলে সাবালক হিসেবে দেখানো হয়েছিল। স্কুলের অধ্যক্ষা দেবযানী বোস জানিয়েছেন বিষয়টি জানতে পারার পরেই পুলিশকে জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন এজেন্টের মাধ্যমে

OFFICE OF THE
TENKARAIPUR BALUMATI
GRAM PANCHAYAT
NIQ No-05/TBGP/IB-G-RAM-G/ 2026-27
NIQ No-05/TBGP/IB-G-RAM-G/ 2026-27 are invited through Off-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Tenkaraipur Murshidabad, for 07 (Seven) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from 05/08/2026 to 12/08/2026 upto 12 Pm
N.B: Details may be obtained from office Notice Board during office hours.

SHORT NOTICE
INVITING QUOTATION
Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ No.-41/Q of 2026-27
N.W- Temporary lighting arrangement, Hiring of DG Set & Air conditioning machine for addressing public meeting and temporary security lighting arrangement of Helipad at Mouboni (Sahid Khudiram Birth Place), Paschim Medinipur in connection with the Hon'ble V.V.I.P visit. on 11th August 2026.
Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **10.08.2026 upto 12.30 P.M.** Last dt. permission: **10.08.2025 upto 01.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **10.08.2026 upto 02.30 P.M.** Dt. of Opening: **10.08.2026 at 03.00 P.M.**

AD- Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া **বউবাজার শাখা** **১৬শি বি.বি. গান্ধী স্ট্রিট** **কলকাতা- ৭০০০২২**

পরিশিষ্ট-৪ বিধি-৮(১) দেখুন।

দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

(হাবর সম্পত্তির জন্য)

সেইসম্মত, "সিকিউরিটিইন্সহন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনবোন্সেপ্টে অফ সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ২০০২"-এর অধীন "ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া"-এর একজন অধিষ্ঠিত কর্মচারী হিসেবে এবং "সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্টস (এনবোন্সেপ্টে) রুলস, ২০০২"-এর বিধি ৬-এর সাথে পঠিত সনদ্বিষ্ট আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, ২০২৬ সালের ৬ আগস্ট তারিখে নির্দিষ্ট বার্ষিক সম্পত্তির দলল গ্রহণ করবেন।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সরবরাহকারকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে যেন কোনো কোনেনে দা হস্তান্তর করা না হয় কারণ এই সম্পত্তির ওপর ৪,৪০,০৫১.৫৪ টাকা (চতুস্রি প্রযোজ্য) ইন্ডিসট্রাই। এবং সূচনা-এর জন্য "ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া"-এ দাবি বা দাখলার বিধানন রয়েছে।

নাবালকদের শরীর থেকে রক্ত নেওয়া হচ্ছে। এটি অত্যন্ত গুরুতর এবং বড় ধরনের অপরাধ। ঘটনায়

কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যের পূর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

পালা। তিনি জানিয়েছেন বিষয়টি

নজরে এসেছে। স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গেও তিনি কথা বলছেন বলে জানান। পুলিশকে জানানো হয়েছে।

হোট হোট ছেলেদের টাকার লোভ

দেখিয়ে রক্ত নেওয়া হচ্ছে। যারা এই

জঘন্য অপরাধে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

নেওয়া হবে। কাউকে রোয়াত করা

Govt. of West Bengal
Office of the
Block Development Officer
ARAMBAGH DEV BLOCK
Arambagh, Hooghly
Notice Inviting E-Tender
NIT Vide No. WB/HG/ARM/MLPLD/1126-27
Instead of 5062/ABG/BDO
E-Tender is invited vide no. 5062/ABG/BDO dated 06-08-2026. For details please visit https://etender.wb.nic.in.
Sd/-
Block Development Officer
Arambagh Development Block

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that Smt. Maya Paul and Sri Sandipon Paul have appointed Sri Swagat Paul as their Attorney in respect of their undivided 2/3rd share in the property at Mouza-Liluah, J.L. No. 12, R.S. Plot No. 526, R.S. Khatian No. 565, L.R. Plot No. 526 and L.R. Khatian No. 12001, vide Registered GPA Deed No. 202224 dated 21.02.2024, registered at A.R.A.-II, Kolkata. Any person having any claim/objectio may contact the B.L. & L.R.O., Bally Jagacha, Howrah-71102, within 30 days from publication of this notice, failing which no claim shall be entertained.
Sd/- Susanta Majumder
Advocate
Date: 8/8/2026

CITATION
মোকদ্দম বালুঘাট দিগন্ত জঙ্গ (বি. ডি.) আলফ, দক্ষিণ দিনাজপুর
বাঁটগুড়ার মোকদ্দম নং ১০১/১০২৬
বাদী পক্ষ- সেতু থানা বৈশ্যমালী @ সাঁতু বৈশ্যমালী, স্বামী- শ্রী নরেন্দ্র চন্দ্র বৈশ্যমালী, গ্রাম- চক ভদ্রাবান, পোস্ট- মহিপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।
-বাদাম-
বিবাদী পক্ষ- ১) শ্রীশ মালী, পিতা- মৃত যতীশ চন্দ্র মালী, গ্রাম- চক ভদ্রাবান, পোস্ট-মহিপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।
২) অকুল বৈশ্যমালী, পিতা মৃত দাদার বৈশ্যমালী, গ্রাম- মোহনা, পোস্ট-মহিপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।
৩) অমল বৈশ্যমালী, পিতা- অকুল বৈশ্যমালী গ্রাম- মোহনা, পোস্ট-মহিপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর।
৪) জ্যোৎস্না বৈশ্যমালী, স্বামী- মৃত চন্দ্র কান্ত বৈশ্যমালী, গ্রাম- মোহনা, পোস্ট-মহিপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দিনাজপুর।
বাদী পক্ষ উপরক্ত নং বাঁটগুড়ার মোকদ্দম মাননীয় বালুঘাট সিভিল জজ (বি. ডি.) আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুরে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি গণের উপরক্ত নং বাঁটগুড়ার মোকদ্দম কোন রূপ অসান্তি বা কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে আগামী ইং ২০২১-২০২৬ তারিখে সকাল ১০ টার সময়ে আদালতে স্বাং উপস্থিত হইয়া তাহার আদ্যিতি বা বক্তব্য প্রকাশিত জানানবেন।
তপশীল সম্পত্তি
জেলা- পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর অমুনা দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, মৌজা- মোহনা, জে.এল. নং-১৮৮, বহিধান নং- এল. আর, ২১৮, এল. আর. ৪২১, দাম নং- সাবেক ও হাল এল. আর. ১৫২, পরিমান ০.৫৮ একর, শ্রেণী ভাঙ্গা, এর মধ্যে ১ নং বাদীর প্রাপ্য অংশ এল. আর. ৪২১ নং বহিধান ভুক্ত হাল এল. আর. ১৬৮ নং দায়ের মধ্যে উক্ত পূর্ণাংগের ০.২৪ ১২ একর ভাঙ্গা শ্রেণীর জমি বা বিত্তি হইবে।
Saryantant Engineer
Serestadar
Civil Judge (Sr. Division)
Balughat, Dakshin Dinajpur.

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহারাষ্ট্র নগরী রোড, হাওড়া- ৭১০১০১
ফোন : ০৩৩ ২৩৩২ ৩৩২১ ০১/৩১
ফাক্স: ০৩৩ ২৩৪১ ০৩৩০
www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/08/EE-II/26-27
WB-HMC/NIT/ED/09/EE-II/26-27
Dated: 03-08-2026
Date: 03-08-2026
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এইএকদশি -এর নির্দিষ্ট প্রকৌশলী (সেতক)-এর পক্ষ থেকে 'মে সিমনা জে.এন. মুখার্জি রোড' এলাকায় সিমেট কনক্রিট ও পোতার রক দিয়ে জরুরি সড়ক মোরামের কার্যের জন্য কনসাল্টান্ট, সম্মত ও প্রকৃত হিসাবদানের যাদের অনুপস্থিত কার্যের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রয়েছে। কাজ থেকে নির্ধারিত করে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ বা <https://wbntenders.gov.in> ওয়েবসাইটে গিয়ে পাওয়া যাবে। অননুমতিদ নম্বরগ জন্মা সেওয়ার শেষ সময়সীমা: ১৪.০৮.২০২৬ তারিখ বিকলে ৫টা এবং ২৪.০৮.২০২৬ তারিখ বিকলে ৫টা কোনো কার্যগণ কোনো ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার এইএকদশি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
৪৭(৫) /২৫-২৬
৭৮ ১০২৬
সাবি
হাওড়া পৌরনিগম

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Notice inviting e-Tender (in brief)
Following e-tender notice is hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for Following e-tender notice is hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for various Constructions works
Vide NIT No: WBZP/14/DE-ET/COB-2025-26(4 Call) & WBZP/44/DE-ET/COR/2025-26 (4h Call) for which the last date of on-line submission of Technical & Financial Bid is **14.08.2026 up to 5 pm** for both the NIT). For all details the website <https://wbntenders.gov.in> may be accessed.
Sd/-
Addt. Executive officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Memo no. 110/ICA/ADD/COB
Date: 07.08.2026

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED
CIN : L67100WB1986PLC040201
Regd. Office : 6, Waterloo Street, R. No. 506, 5th Floor, Kolkata-700069(W.B)
Tele Fax: (033)22430376, Email : ashirwadsteels@gmail.com,
Web Site : www.ashirwadsteels.com
EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

		(Rupees in Lakhs)			
Sl No	Particulars	Quarter ending 30.06.2026	Corresponding 3monthsended in the previous year 30.06.2025	Year ended 31.03.2026	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1)	Total Income from operations	112.42	104.84	416.34	
2)	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	74.75	71.16	267.59	
3)	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	74.75	71.16	267.59	
4)	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	50.97	49.90	202.03	
5)	Total Comprehensive Income for the period (comprising of Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income)	112.16	80.37	201.27	
6)	Equity Share Capital	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
7)	Earnings per share (Face value 10/- each):				
a)	Basic ₹	0.41	0.40	1.62	
b)	Diluted ₹	0.41	0.40	1.62	

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026 filed with the Stock Exchange(BSELT.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.
2) The full format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026 are available on the Bombay Stock Exchange(BSELT.) website (www.bseindia.com) and also on Company's website (www.ashirwadsteels.com).
3) The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules,2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2016.
4) The figures of previous periods have been re-grouped wherever necessary to make them comparable with those of the current period.
5) The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and the Statutory Auditor's and thereafter approved and adopted by the Board of Directors at their respective meetings held on August, 07 2026.
For and on behalf of the Board of Directors of Ashirwad Steels & Industries Limited
Sd/-
Dalbir Chhibbar
Managing Director
DIN: 00550703

শ্রাবণী মেলা ’২৬-এর ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রী সমাগমকে স্বাগত পূর্ব রেলওয়ের

কলকাতা, ৭ আগস্ট : প্রতিটি ভক্তের বাবা বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের পবিত্র যাত্রা যতটা সম্ভব সহজ, আরামদায়ক ও নিরাপদ করে তুলতে পূর্ব রেলওয়ে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। বিশাল উৎসবের ডিড সামলাতে রেল বিশেষ তীর্থযাত্রী ট্রেন চালাচ্ছে এবং

জানানো হয়েছে। গত ৪ আগস্ট (চতুর্থ দিন) ৮৫,৩৫৬ জন ভক্তের অংশগ্রহণে এই আধ্যাত্মিক যাত্রার ব্যাপক সূচনা হয় এরপর ৫ আগস্ট (পঞ্চম দিন) তা ৩৪ এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪,৪২৬ জন তীর্থযাত্রীর এক বিশাল শিখরে পৌঁছায় ৬ আগস্ট (ষষ্ঠ দিন) ১০০,৩৬২ জন তীর্থযাত্রীর সমাগমের



প্রধান স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত স্টপেজের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার, স্বয়ংক্রিয় টিকেট ভেন্ডিং মেশিন এবং দ্রুত মোবাইল ইউটিসস অ্যাপ টিকিটের মাধ্যমে টিকিট কেনা আরও সহজ করা হয়েছে। উজ্জ্বল আলো, ঠান্ডা পান্য এবং পর্যাপ্ত বিনামূল্যে পানীয় জলের ব্যবস্থায়ুক্ত প্রস্তুতি ওয়েটিং হলে যাত্রীরা স্মৃতিতে থাকতে পারবেন। পাশাপাশি, আনন্দের সুরক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিতঃ সর্বস্ট উচ্চ প্রযুক্তির সিসিটিভি ক্যামেরা নজরদারি চালাচ্ছে এবং ভিড নিয়ন্ত্রণ ও স্টেশন চত্বরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেল প্রোটেকশন ফোর্স – এর কর্মীরা ২৪ ঘণ্টা লাইভ ডিডিও ফিড পর্যবেক্ষণ করছেন। এই চমৎকার বন্দোবস্তের ফলে জমিতি, দেওঘর, বাসুকীনাথ এবং বৈদ্যনাথধাম-এই চারটি প্রধান স্টেশনে লক্ষ লক্ষ আনন্দিত তীর্থযাত্রীকে সফলভাবে স্বাগত

প্রবেশদ্বার হিসেবে জমিতি তার বিশিষ্ট ভূমিকা বজায় রেখেছে। চতুর্থ দিনে ১১,৭০৮ জন (৬০.৬ অংশ), পঞ্চম দিনে ৬৯,৭১৪ জন (৬১.০ অংশ), ষষ্ঠ দিনে ৫৮,৬৮৮ জন (৫৮.৫ অংশ) এবং সপ্তম দিনে ৪৫,২৭৮ জন (৬০.৬ অংশ) ভক্তসহ প্রতিদিনের মোট তীর্থযাত্রী ৬৮৬১ একা জমিতিতে স্টেশনেই স্বাগত জানানো হয়েছে। দেওঘর পুরো সময়জুড়েই ভালো জন্মসাগম ধরে রেখেছে, যেখানে চতুর্থ দিনে ১৫,৫৭৪ জন (১৮.২ অংশ), পঞ্চম দিনে ১৬,৮৪৪ জন (১৪.৭ অংশ), ষষ্ঠ দিনে ১৮,৮৮০ জন (১৮.৮ অংশ) এবং সপ্তম দিনে ১৬,০১৪ জন (২১.৬ অংশ) তীর্থযাত্রী উপস্থিত ছিলেন। বাসুকীনাথ এই সময়ে বিশাল জনসমাগত দেখেছে, যেখানে চতুর্থ দিনে ১২,৮৪৮ জন (১৫.১ অংশ), পঞ্চম দিনে লাফিয়ে বেড়ে ২০,৫৯৬ জন (১৮.০ অংশ), ষষ্ঠ দিনে ১৭,২৭৮ জন (১৭.২ অংশ)

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে বিশেষ প্রদর্শনী

কলকাতা, ৭ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে কলকাতা লোক ভবন বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করছে । আগামীকাল বিকেলে লোক ভবনের মার্বেল হলে ‘সেলিব্রাটিং ফ্রিম ড্র ব্রেন্দন’ শীর্ষক এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। ৯ থেকে ১৪ অগষ্ট পর্যন্ত সাধারণ দর্শক এবং পড়ুয়াদের জন্য প্রদর্শনীটি খোলা থাকবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদান সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করে তুলতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রদর্শনী দেখার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা দীর্ঘত্ন স্মারক। নেতাজি সু

রাবণের জন্ম ইতিহাস

দিল্লির অদূরে রহস্যময় বিসরখ! রাবণের জন্মস্থান বলে কেন দাবি করেন গ্রামবাসীরা?

বিশেষ প্রতিবেদক : রামায়ণের অন্যতম আলোচিত চরিত্র লঙ্কাপতি রাবণকে সাধারণভাবে শ্রীলঙ্কার রাজা হিসেবেই চেনে গোটা বিশ্ব। তবে উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম এই প্রচলিত ধারণার বাইরে এক ভিন্ন দাবি তুলে ধরে। দিল্লির কাছাকাছি অবস্থিত বিসরখ গ্রামের বাসিন্দাদের বিশ্বাস, রাবণের জন্ম হয়েছিল এই গ্রামেই। পৌরাণিক কাহিনি, স্থানীয় লোকবিশ্বাস এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বিসরখ আজ এক অনন্য পরিচয় গড়ে তুলেছে। ইতিহাসের নির্ভুল প্রমাণ না থাকলেও এই বিশ্বাস থিরে গ্রামটি পর্যটক, গবেষক এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। প্রেটার নয়ডার খুব কাছেই অবস্থিত বিসরখ গ্রামের নামের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা। স্থানীয়দের মতে, রাবণের পিতা মরুধি বিশ্ববার নাম থেকেই বিসরখ নামটির উৎপত্তি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, মরুধি বিশ্ববা দীর্ঘদিন এই এলাকায় বসবাস করেছিলেন। এখানেই তিনি কঠোর তপস্যা করতেন এবং মহাদেবের আরাধনায় নিজেই নিবেদিত করেছিলেন। সেই কারণেই গ্রামটির সঙ্গে রাবণের পারিবারিক যোগসূত্র রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। গ্রামবাসীদের মতে, মরুধি বিশ্ববার আশ্রমেই রাবণের জন্ম হয়েছিল।

পরবর্তীকালে তিনি লঙ্কার রাজা হলেও তাঁর শৈশবের স্মৃতি এই গ্রামের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বলে স্থানীয় লোককথায় উল্লেখ রয়েছে। যদিও এই দাবির পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত কোনও প্রমাণ নেই, তবুও শতাব্দীপ্রাচীন এই বিশ্বাস আজও গ্রামের সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিসরখের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল এখানকার বিরল রাবণ মন্দির। ভারতে রাবণের নামে মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেই কারণে এই মন্দির থিরে কৌতূহলের শেষ নেই। প্রতিবছর বহু মানুষ এখানে

আসেন শুধু ধর্মীয় কারণে নয়, বরং রামায়ণের অন্যতম জটিল ও বিতর্কিত চরিত্রকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে জানার আগ্রহ থেকেও। মন্দিরে রাবণকে শুধুমাত্র লঙ্কার রাজা হিসেবে নয়, একজন অসাধারণ

শোক ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। গ্রামের বাসিন্দারা রাবণকে তাঁদের পূর্বপুরুষ হিসেবে সম্মান জানান। তাঁদের বিশ্বাস, রাবণ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, মহাপণ্ডিত এবং শিবের পরম ভক্ত। তাই তার



স্মৃতিকে অপমান না করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করাই এই গ্রামের দীর্ঘদিনের প্রথা। বিজয়া দশমীর সময় বিসরখে পরিবেশ থাকে অনেকটা ই গম্ভীরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন মানুষ, তখন এই গ্রামে বিশেষ পূজা, প্রার্থনা এবং গায়ত্রী আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। এই ভিন্নধর্মী

ঐতিহ্য বিসরখকে দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক নগরায়নের ছোঁয়া বিসরখেও পৌঁছেছে। চারদিকে প্রেটার নয়ডার দ্রুত বিকাশ, বহুতল আবাসন এবং আধুনিক পরিকাঠামোর বিস্তার ঘটলেও গ্রামের অলিগলি আজও অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। প্রাচীন মন্দির, লোককথা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস মিলিয়ে বিসরখে এখনও এক বিশেষ পৌরাণিক আবহ অনুভব করা যায়। এই কারণেই ইতিহাস, পুরাণ এবং সংস্কৃতির সংমিশ্রণ দেখতে আগ্রহী পর্যটকদের কাছে গ্রামটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বিসরখকে রাবণের জন্মস্থান হিসেবে যে দাবি করা হয়, তা মূলত স্থানীয় লোকবিশ্বাস ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবুও শতাব্দীপ্রাচীন এই বিশ্বাসই বিসরখকে এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়েছে। দিল্লির অদূরে অবস্থিত এই গ্রাম তাই শুধু একটি জনপদ নয়, বরং ভারতীয় পুরাণ, লোকসংস্কৃতি এবং বিশ্বাসের এক আকর্ষণীয় অধ্যায় হিসেবেই পরিচিত। পরলে এই পুজোয় ঘুরে আসুন এই জায়গায় নয়াদিল্লি থেকেই বাস বা অন্য গাড়িতে।

যাদবপুর স্টেশন রূপান্তর,স্টেশন পুন-উন্নয়নের সূচনা করবে পূর্ব রেলওয়ে

কলকাতা, ৭ আগস্টঃ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে যাদবপুর রেলওয়ে স্টেশন একটি প্রাণবন্ত,বহুমুখী কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে চলেছে। পূর্ব রেলওয়ে ৬,০৪৫ বর্গমিটারেরও বেশি প্রশস্ত এলাকায় একটি অত্যাধুনিক মিনি মার্টের উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা করেছে। এই উদ্যোগটি এক ছাদের নিচে সমন্বিত খুচরা বিক্রেতা, প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং দৈনন্দিন ভোগ্যপণ্য নিয়ে আসবে, যা স্টেশনের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি যাত্রী, স্থানীয় আগন্তুক এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে উন্নত করবে। যাত্রী সুবিধার পাশাপাশি, শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব আসেকা যেমন্টাট উল্লেখ করছেন, এই প্রকল্পটি স্থানীয় বিক্রেতাদের ক্ষমতায়ন এবং আইনি ও সুশৃঙ্খল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে, মোট এলাকার অন্তত ৫০ শতাংশ অংশ ছোট দোকান, কফিশপ এবং স্টলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যার প্রতিটির সর্বোচ্চ আয়তন ৮০ বর্গফুট। এছাড়া, ২৫ শতাংশ পর্যন্ত জায়গা



এবং শৌচাগার ও নির্দিষ্ট পার্কিং সুবিধার মতো প্রয়োজনীয় জনসুবিধার জন্য ৫ থেকে ২০ শতাংশ বরাদ্দ করে এই স্থান পরিকল্পনাটি একটি আরামদায়ক ও ব্যবসা চলাচল উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করে। এই চুক্তিটি ১০ বছরের মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়েছে এবং এটি রেলওয়ের জন্য নন-কমেরার রেভিনিউ আয় করবে।এই খুচরা ব্যবসার উদ্যোগটি যাদবপুর স্টেশনে চলমান বৃহত্তর পুন-উন্নয়ন প্রকল্পের একটি অংশ। এই সার্বিক আধুনিকীকরণের মধ্যে রয়েছে একটি একেবারে নতুন বুকিং অফিস, লিফটে সজ্জিত

পাশের চলাচলের জায়গাগুলির ব্যাপক সংস্কার। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ্য আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেছেন, এই উদ্যোগটি যাদবপুর স্টেশনকে এমন একটি নাগরিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে যা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সামাজিক উন্নয়নকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। আধুনিক স্টেশন পরিকাঠামোর পাশাপাশি ছোট বিক্রেতাদের জন্য আইনসম্মত এবং সহজে প্রবেশযোগ্য বাণিজ্যিক স্থান প্রদানের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি একটি নির্বিঘ্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করছি।



গোরখপুর, ৭ আগস্টঃ রেল মন্ত্রক (রেলওয়ে বোর্ড)-এর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কারিগরি মৌলিক রচনা পুরস্কার প্রকল্প (ডিভি বর্ষ ২০২৫) হলো কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীসহ ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটি সর্বভারতীয় প্রকল্প, যার আওতায় তাঁরা রেলের কারিগরি বিষয়ের উপর হিদিপ্তে মৌলিক বই রচনা করবেন। এই প্রকল্পের অধীনে, রেলের কারিগরি বিষয়ের উপর হিদিপ্তে রচিত বইকর্মের জন্য বিজয়ী অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী রেল কর্মচারীরা তাদের মৌলিক লেখা ১৮ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে ল্যাম্বুয়েজ অফিসার-কাম-সিনিয়র পাসোঁনেল অফিসারহেডকোয়ার্টার্স, অফিস অফ দ্য প্রিন্সিপাল চিফ পাসোঁনেল অফিসার, নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে, গোরখপুর’-এ জমা দিতে পারবেন এবং অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীরা তাদের লেখা, দুটি মুদ্রিত বা দুটি টাইপ করা কপি সহ, ৬১শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে ‘ (অফিসিয়াল ল্যাম্বুয়েজ), রুম নং ৬৭৬ (জি), মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ (রেলওয়ে বোর্ড), রেল ভবন, নিউ দিল্লি-১১০০০১’-এ জমা দিতে পারবেন। নির্ধারিত সময়সীমার পরে প্রাপ্ত লেখা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিবেচনা করা হবে না। বইটি সাধারণত ১০০ পৃষ্ঠার কম হবে না এবং ফন্টের আকার ১২-এর বেশি হবে না। বইটির বিষয়বস্তু রেল পরিচালনা বা রেল ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। প্রতিযোগীরা নির্ধারিত প্রকর্মাতে টাইপ করা বিবরণসহ তাদের মূল লেখা জমা দিতে পারেন। প্রকর্মাতে লেখকের নাম (দ্বিভাষিক রূপে), পদবি, অফিসের নাম ও ঠিকানা, বইয়ের শিরোনাম, বিষয়, প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা (যদি থাকে), লেখা সামান্ত্র তারিখ (মাস-বছর), ফোনমোবাইল নম্বর, ইমেল ঠিকানা এবং পঠাসংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। এর সাথে একটি ঘোষণাপত্রও জমা দিতে হবে যে, বইটি পূর্বে কোনো পুরস্কার পায়নি, গত তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ০১.০১.২০২৬ থেকে ৩১.১২.২০২৫-এর মধ্যে প্রথমবারের মতো লেখা হয়েছে এবং এটি অন্য কারো কপিরাইট লঙ্ঘন করে না। রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত সেরা বইগুলির জন্য প্রথম পুরস্কার ২০,০০০- টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১০,০০০- টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৭,০০০- টাকা ও একটি সনদপত্র প্রদান করা হবে।

হিরোশিমা-নাগাসাকির ক্ষত আজও জীবন্ত ‘হিবাকুশা’দের শরীরেই লেখা পরমাণু যুদ্ধের নির্মম ইতিহাস

বিশেষ প্রতিবেদক : ১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত দুটি পারমাণবিক বোমা শুধু দুটি শহরকে ধ্বংস করেনি, মানব সভ্যতার ইতিহাসেও এক অমোচ্যনিম্ন ক্ষত তৈরি করেছিল। বিস্ফোরণের তাৎক্ষণিক ধ্বংসযজ্ঞের পাশাপাশি পরবর্তী কয়েক দশক ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের শরীর ও মনে যে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে, তা আজও বিশ্বের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার সবচেয়ে বড় সতর্কবার্তা। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার জীবিত সাক্ষীদের জাপানে বলা হয় ‘হিবাকুশা’দের জীবন পরমাণু দ্বলের ধ্বংসক্ষমতার এক নির্মম অঙ্গুর। ‘হিবাকুশা’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘বোমা বা তেজস্ক্রিয়তার আঘাতে ক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তি’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের বোঝাতেই এই শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। তবে এই পরিচয় কেবল বিস্ফোরণের মুহূর্তে প্রাপ্ত বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দীর্ঘমেয়াদি ভাবাব, ক্যানসার, রক্তেজ রোগ, জন্মগত ক্রটি এবং নানা জটিল শারীরিক সমস্যা়া আক্রান্ত

মানুষও এই পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের পর এই বিপর্যয়ের স্বাস্থ্যগত প্রভাব ব্যবহার জন্য ১৯৪৭ সালে মার্কিন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় আটমিক বোমা ক্যাজল্যাটি কমিশন। পরে এই গবেষণা কার্যক্রম আরও বিস্তৃত রূপ পায়। কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক বিকিরণের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। তবে সমালোচকদের অভিযোগ ছিল, আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসার চেয়ে তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবেই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে বহু হিবাকুশা দীর্ঘদিন পর্যাণ্ড চিকিৎসা ও পুনর্বাসন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। গবেষণায় উঠে এসেছে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর প্রথম ধাক্কায় অধিকাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তিনটি কারণে-প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, অস্ত্রভাবিক তাপ এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হওয়া সুপারসনিক শব্দওয়েভ মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য ভবন গুঁড়িয়ে দেয়। ধ্বংসস্তূপ, উড়ে আসা ধাতব টুকরো ও কাঠের খণ্ড অসংখ্য মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। আগুনের তাপে মানুষের শরীর পুড়ে যায়, আর বিকিরণ সৃষ্টি করে এমন এক অদৃশ্য বিপর্যয়, যার প্রভাব বহু বছর

ধরে বহন করতে হয়েছে বেঁচে যাওয়া মানুষদের। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ পারমাণবিক হামলার নিশ্চয়তার মধ্যে প্রায় ৬৮ হাজার শিশুও কিশোর ছিল। যুদ্ধের কারণে বহু যুবক সেনাবাহিনীতে বা সামরিক দায়িত্বে থাকায় শহরগুলিতে নারী, শিশু এবং প্রাণী মানুষের সংখ্যাই তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। ফলে হতাহতের বড় অংশই ছিলেন সাধারণ নিরস্ত্র নাগরিক। গবেষণায় আরও দেখা যায়, বিস্ফোরণস্থলের এক কিলোমিটারের মধ্যে থাকা জায়গায় থাকা ব্যক্তির সাধারণ একটি বুকের ওপর তুলনায় প্রায় হাজার গুণ বেশি তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শিকার হয়েছিলেন। এই বিকিরণের প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা না গেলেও পরবর্তী কয়েক দশকে বহু মানুষের লম্বা জীবনযাত্রা লিউকেমিয়া, থাইরয়েড ক্যানসার, বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার এবং বিরল জেনেটিক রোগের প্রকোপ বাড়তে দেখা যায়। বিশেষভাবে আলোচিত ‘ব্ল্যাক রেন’ বা তেজস্ক্রিয় কালো বৃষ্টির সম্পর্কেও আসা বহু মানুষ দীর্ঘদিন নানা জটিল রোগে ভুগেছেন। পারমাণবিক হামলার প্রভাব শুধু শারীরিক অসুস্থতার

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিবাকুশাদের অনেককে সামাজিক বৈষম্য ও কুসংস্কারেরও শিকার হতে হয়। তেজস্ক্রিয়তার ভয়ে অনেক পরিবার তাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে চাইত না। এমন ধারণাও ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জন্মগতভাবে অসুস্থ হতে পারে। ফলে বহু মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং মানসিক যন্ত্রণাও বহন করেন বছরের পর বছর। অনেক গর্ভবতী নারী বিকিরণের প্রভাবে গুরুতর শারীরিক সমস্যাত্ত্ব সন্তানের জন্ম দেন। জন্মগত বিকলাঙ্গতা, স্নায়বিক জটিলতা এবং বিকাশজনিত না সমস্যার ঘটনা সেই সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছেও ছিল এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। এইসব পরিবারের অনেকেই সামাজিক অক্ষোপ করেছিলেন। আট দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও হিরোশিমা ও নাগাসাকির শিক্ষা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। হিবাকুশাদের জীবন বিশ্বের সামনে মনে করিয়ে দেয়, পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংস শুধু একটি মুহূর্তের বিস্ফোরণে সীমাবদ্ধ থাকে না তার প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের শরীর, সমাজ এবং ইতিহাসে বেঁচে থাকে।

২০২৪ সালে জাপানের হিবাকুশা সংগঠন ‘ হিদানকিও’ শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এই সম্মানকে শুধু একটি সংগঠনের অর্জন নয়, বরং পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের দাবিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবেই দেখা হয়। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ট্রাজেডি নিয়ে পরবর্তীকালে বহু বিজ্ঞানী ও রস্ট্রনায়কও অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। পারমাণবিক বোমা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী পদার্থবিদ জে. রবার্ট ওপেনহাইমার গভীর মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছিলেন বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। একইভাবে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও জীবনের শেষদিকে পারমাণবিক গবেষণাকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অক্ষোপ করেছিলেন। আট দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও হিরোশিমা ও নাগাসাকির শিক্ষা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। হিবাকুশাদের জীবন বিশ্বের সামনে মনে করিয়ে দেয়, পারমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংস শুধু একটি মুহূর্তের বিস্ফোরণে সীমাবদ্ধ থাকে না তার প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের শরীর, সমাজ এবং ইতিহাসে বেঁচে থাকে।



প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও তারকেশ্বর ধামে শ্রাবণ মাসের রবিবার ও সোমবার ছিল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। অগনিত ভক্তদের ঢল নামে। মনমোহননা পুরনের লক্ষ্যে প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে জল যাত্রীরা বাবা তারকনাথের কাছে ছুটে যায়। অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে জল যাত্রীদের জন্য সেবামূলক জল, খাবার প্রদান করার প্রচেষ্টা সার্বিকভাবে সার্থক হয়। ছবি ও সংবাদ- বিনয় সিংহ রায় হরিপাল।

কুণাল ঘোষের ‘কণ্ঠরোধ’ মামলা

১-র পাতার পর-কুণাল ঘোষের নাম পাঠাননি। শুধু চাইছি নাম পাঠানো হোক। এর ফলে স্পিকার কিছু সময় বলতে দেননি। প্রথমবার হয়ত এমন কোনও মামলা হয়েছে। তাই অন্তত এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক আদালত।’’ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও তখন বলেন, ‘‘আদালত কী করতে পারে? আদালত কী পারে স্পিকারকে কোনও নির্দেশ দিতে?’’ এদিকে, বিধানসভার পক্ষের আইনজীবী জয়দীপ কর আদালতে বলেন, ‘‘এই মামলার কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। ২৯৪ বিধায়ক থাকেন। প্রত্যেককে বলার সুযোগ করে দিতে হয়। ২৪ বা ২৫ জন নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন কুণাল ঘোষ। আদালত কীভাবে রেসুলেট করবে কোন বিধায়ক বলবেন আর কোন বিধায়ক বলবেন না?’’ কুণালের অভিযোগে আদৌ ধোঁপে টেকে কি না প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপরই কুণাল ঘোষের করা মামলাটি খারিজ করে দেয় বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাস। তাঁর বক্তব্য, যদি কোনও বক্তব্য থাকে, তাহলে কুণাল ঘোষকে বিধানসভার স্পিকারের কাছে জানাতে হবে।

চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ

১-র পাতার পর-মূল বিষয়, কোথায় চিকিৎসা হচ্ছে সেটা জরুরি নয়। তাই বৃহস্পতিবার এসএলকেএম হাসপাতালেই অভিষেককে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এই মামলাই খারিজ করে দেন বিচারপতি। এর পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, বর্তমানে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তাই এখনই তাকে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, অভিযোগের বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে শুরু থেকেই এই ইস্যুতেই তীব্র আপত্তি জানিয়ে আসছে রাজ্য। সওয়াল লোকালীন রাজ্যের আইনজীবী মুক্তি দেন, সাংসদের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত চলছে। এই পরিস্থিতিতে তাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে তদন্ত প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তারপরই কলকাতা হাইকোর্ট অভিষেকের মামলা আপাতত খারিজ করে। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নন তৃণমূল সাংসদ। এবার তিনি দ্বারস্থ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের।

নিশানায় মেট্রো, স্কুল, স্টক এক্সচেঞ্জে

১-র পাতার পর- পাশাপাশি সাঁইবার সেলের আধিকারিকরা ই-মেলটি কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংস্থারও সহযোগিতা নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এটি প্রথমবার নয় যখন মুম্বইয়ের মেয়রকে এ ধরনের হুমকি দেওয়া হল। এর আগেও চলতি বছরের ১০ জুন একই ধরনের একটি ই-মেল পাঠানো হয়েছিল। সেই বার্তায় বয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর, বৃহদ্রন্থই পুরসভা (বিএসএম) ভবন, মেয়রের কার্যালয়-সহ একাধিক জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং স্ফিফার ডগ দিয়ে বিস্তৃত তল্লাশি চালানো হলেও কোথাও কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি। পরে তদন্তে সেই হুমকি ভুলো বলে প্রমাণিত হয়। তবে এবারও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় কোনও বুকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে দেশজুড়ে নিরাপত্তা এমনিতেই বাড়ানো হয়। তার মধ্যে মুম্বইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিস্ফোরণের হুমকি পাওয়া যোয়েন্দা সংস্থাগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এটি নিছক আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা, নাকি এর পিছনে বড় কোনও যড়যন্ত্র রয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুম্বই পুলিশ।

গেস্ট হাউসে দেহ ব্যবসা, ধৃত

১-র পাতার পর-বিজেপির বিধাননগর মণ্ডল-২ সহসভাপতি শান্তনু সরকার বলেন, ‘‘নিচে খাওয়ার হোটেল ছিল। আর দোতলায় মঞ্চরূপে চালাতেন সায়ন দো। সুজিত বসুর ডান হাত ছিলেন তিনি। আমাদের এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলরের খাস লোক ছিলেন। প্রোমোটারদের কাছ থেকে তোলাবাজি করতেন। জমি দখল, তোলাবাজি ছিল প্রধান কাজ। সুজিত বসুর হাত ডের মাথায় ছিল। বছর ছয়েক ধরে এখানে রয়েছে সায়ন। কিন্তু, বছর চারেক আগে থেকে এসব শুরু করে। আমি বছর দুয়েক আগে থানায় জানিয়েছিলাম। তখন পুলিশই আমাদের ধমক দিয়েছিল। তখন তামুলের সরকার ছিল। এখন সরকার বদলানোর পর পুলিশ তপসর হয়েছে। কিছু অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেয়।’’ যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সায়ন দো। এদিন আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি বলেন, ‘‘ওই গেস্ট হাউসটা আমার কি না জানার জন্য নিয়ে এসেছে। প্রধানও প্রমাণ পায়নি। দেখি কী করে।’’

থাইল্যান্ডের স্কুলে নবম শ্রেণির

১-র পাতার পর-ট্র্যাজেডি। আমাদের দেশে এমন ঘটনা কোনওভাবেই ঘটা উচিত হয়নি।’’ অভিযুক্ত কিশোরের কাছে পিস্তল কীভাবে এল, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপ-অন্তরীণ মন্ত্রী। দেবসিঙ্গর স্কুল খাইল্যান্ডের একটি স্ব্নামধন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়। দেশজুড়ে এর একাধিক শাখা রয়েছে। যে শাখায় এ হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেখানথাবুরি প্রদেশে ব্যাংককের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত। খাইল্যান্ডে প্রায় এক কোটি বৈধ-অবৈধ অস্ত্র সাধারণ মানুষের হাতে রয়েছে, যা প্রতি সাতজনে একজনদের সমান। অস্ত্র আইন কঠোর করার একাধিক প্রতিশ্রুতি সংদেও দেশটিতে প্রায়ই এমন মর্মান্তিক গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণাঞ্চলের একটি স্কুলে একই রকম এক ঘটনায় প্রধান শিক্ষক নিহত হন এবং ২০২২ সালে একটি শিশুদিবাস্ত্র কেন্দ্রে এক প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তার নৃশংস হামলায় ২৪ শিশু-সহ ৩৬ জন প্রাণ হারান।

‘একদম চিন্তা করবেন না, আমি

১-র পাতার পর-সর্বোত্তম স্বার্থে কীভাবে সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা যায়, তা নিয়েই মূলত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।’’ হুগলির সাংসদ রচনা বন্দোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া পরামর্শের কথা তুলে ধরে জানান, ‘‘প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্পষ্ট বলেছেন আপনারা ভাল করে মন দিয়ে কাজ করুন। আমাদের মূল লক্ষ্যই হল দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দেশব্যপী জনা নিয়ন্ত্রল কাজ করে যাওয়া।’’ বিজেপি সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ এডিউএ-র প্রায় ৪৫ জন নবনির্বাচিত এবং প্রথমবার জরী লোকসভা সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর বাসতবনে এই প্রাত্রাশ ট্রাইব এবং শিবসেনা থেকে নতুন করে এনডিএ-তে যোগ দেওয়া একাধিক সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এর আগে গত ২৫ আগস্ট বিজেপির ৩৭ জন নবনির্বাচিত রাজসভা সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাত্রাশ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সেই বৈঠকটিও অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সম্পন্ন হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী সকল সাংসদদের কাজের পথনির্দেশ দেন এবং তাঁদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন। এদিন এনডিএ-তে যোগ দেওয়া এবং সমস্ত নতুন সাংসদদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘এনডিএ হল একটি একাবদ্ধ পরিবার। আমরা প্রতিটি শরিক দলের পাশে রয়েছি।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

গোবর ও কৃষি বর্জ্যই জ্বালানির ভবিষ্যৎ!

নয়াদিল্লি, ৬ শ্বগস্ট ঃ দেশে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো এবং আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। গোবর, কৃষি বর্জ্য এবং শহরের জৈব বর্জ্যকে কাজে লাগিয়ে কমপ্রেসড বায়োগ্যাস (সিবিজি) উাদান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ২৩,৭৩১ কোটি টাকার গোবর্ন’ (GOBARdhan) প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সরকারের দাবি, এই প্রকল্প শুধু পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উপাদন বাড়াবে না, পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান ।

নাম পরিবর্তন
 গ্রাম Basanti Mondal, W/O Samir Mondal, পামি পোঃ সোপাগ্রাম, থানাঃ নলহাতি, বীরভূম ৭৩১২৪২ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Basanti Mondal। আমার স্থল সার্টিফিকেট Basanti Saha লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ভোটার কার্ডে Lila Mondal লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এলিফিউটড ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৪২৪০ নম্বর এক্সেসেউট বলে স্বোণ্য করছি Basanti Mondal and Basanti Saha and Lila Mondal এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলান।

নাম পরিবর্তন

আমি Durga Keshri S/O-Late Amarnath Keshri টিকানা Rampurhat Shrifara Road, P.O. P.S. Rampurhat, Dist.- Birbhum, Pin-731224, W.B. ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট রামপুরহাট কোর্ট এফ আফিдавিত দ্বারা Durga Kumar Keshri নামে পরিচিত হলান। Affidavit No.- 12868 dated 11.06.2026. Durga Keshri Durga Kumar Keshri একই ব্যক্তি

নাম পরিবর্তন

আমি Santosh Rathi S/O - Late Bhamarali Rathi টিকানা D.B. Road, P.O. P.S. Rampurhat, Dist.- Birbhum, Pin-731224, W.B. নোটারি পাবলিক রামপুরহাট কোর্ট এফ আফিдавিত দ্বারা Santosh Kumar Rathi নামে পরিচিত হলান। Affidavit No.- 46 dated 18.07.2026. Santosh Rathi Santosh Kumar Rathi একই ব্যক্তি

NAME CHANGE
I, SAPUL MOHAMMAD (old Name) S/O Samuriddin Mohammad resident of Vill-Bholapara, P.O.-Sahebpara, P.S.-Raiganj, Dist.-Jalpaiguri, Pin-735134 WB, do hereby declare that I have changed my name from SAPUL MOHAMMAD (old Name) to SAPUL MD (New name) and henceforth I shall be known as SAPUL MD in all purpose, vide affidavit No. 18AC 411787 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri on 31.07.2026. SAPUL MOHAMMAD and SAPUL MD both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MUNNI DAS (old Name) D/O Shri TARAKESWAR DAS resident of Jahuri Talma, P.O. Talma Dist. Jalpaiguri WB, do hereby declare that I have changed my name from MUNNI DAS (old Name) to MANI DAS (New name) and henceforth I shall be known as MANI DAS in all purpose, vide affidavit No. 44AA 016481 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri on 04.08.2026. MUNNI DAS and MANI DAS both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SRI TAMAL DAS S/O-Tapas Das residing at R.N.C. ROAD, SUBHAS GRAM, RAJPUR-SONARPUR (M), W.B-700147 do hereby by declare my father's correct and actual name Tapas Das instead of Tapas Kr Das alias Tapas Kumar Das and henceforth he will be known as Tapas Das in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/08/2026. MOHAMMED PARVEZ AHMED and MD. PARVEJ KHAN both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MOHAMMED PARVEZ AHMED (old Name) S/O Rajar Ali Khan resident of 6, Eden Hospital Road, Chittaranjan Avenue, P.O. Chittaranjan Avenue, Kolkata-700073, WB, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMED PARVEZ AHMED (old Name) to MD. PARVEJ KHAN (New name) and henceforth I shall be known as MD. PARVEJ KHAN in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/08.2026. MOHAMMED PARVEZ AHMED and MD. PARVEJ KHAN both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, GAFFAR MOADAL (old Name) S/O Kuddus Mondal resident of Vill.- Padmapukuria, P.O.-Mamabaghanga, P.S.-Bagdah, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743232 WB, do hereby declare that I have changed my name from GAFFAR MOADAL (old Name) to GAFFAR MONDAL (New name) and henceforth I shall be known as GAFFAR MONDAL in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas on 03.08.2026. GAFFAR MOADAL and GAFFAR MONDAL both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Shikha Sarkar (old Name) W/O Subhash Chandra Mallick resident of Vill.-Collegepara, P.O. & P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743235 WB, do hereby declare that I have changed my name from Shikha Sarkar (old Name) to Shikha Mallick (New name) and henceforth I shall be known as Shikha Mallick in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 25.02.2025. Shikha Sarkar and Shikha Mallick both are same and one identical person.



আগামী ১৬ আগস্ট আশ্ব্যশ্মান দিবস পালনের লক্ষ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। এই উপলক্ষেই শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি সচেতনতামূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়। পতাকা নেড়ে ট্যাবলোটির সূচনা করেন বালুরঘাট বিধানসভার বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় জেলাশাসক বাল্য সুরমানিয়ান টি এবং মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক সুদীপ দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে আশ্ব্যশ্মান দিবসকে সামনে রেখে ৮ থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত গোটা জেলাজুড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে একাধিক শিবির ও ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানেও এই বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হবে। জেলাশাসক বাল্য সুরমানিয়ান টি জানান জনসচেতনতা বাড়তেই এই ট্যাবলোর যাত্রা শুরু হলো, যার মাধ্যমে জেলার প্রতিটি কোণায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বাতীর প্রচার চালানো হবে-রতন দে, বালুরঘাট

গ্যাস রিপেয়ারের দোকানের আড়ালে বেআইনি গ্যাস কারবার, গ্রেফতার ১

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ আগস্ট : গ্যাস রিপেয়ারের দোকানের আড়ালে বেআইনিভাবে রান্নার গ্যাস মজুত করে ছোট সিলিন্ডার ও অটোতে বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পূর্ব বঙ্গবন্দর জেলা পুলিশের ডিউবি (জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ)। শুক্রবার জামালপুর থানাল জেপ্রােমের রানাপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে শক্তিপদ বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের দোকান থেকে ১৪ কেজির ১১টি ভর্তি ও ৬টি খালি ইন্ডেন গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও ৫ কেজির ৪টি ভর্তি ও ৩টি খালি সিলিন্ডার, ওজন মাপার মেশিন এবং একটি ইলেকট্রনিক গ্যাস ফিলিং মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, শক্তিপদ বেআইনিভাবে রান্নার গ্যাস মজুত করে তা অটোচালক এবং ছোট চারের দোকানের মালিকদের কাছে বিক্রি করত। গ্যাস কোথা থেকে সংগ্রহ করা হত এবং এই কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, গৃহস্থালির সিলিন্ডার থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে গ্যাস বের করে ছোট সিলিন্ডার বা গাড়িতে ভরা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতে গ্যাস লিকেজ, আগুন বা বিস্ফোরণের আশঙ্কা থাকে। রানাপাড়া এলাকায় এই ধরনের বেআইনি গ্যাস সরবরাহের আরও কোনও চক্র রয়েছে কি না, তা তদন্ত করাছে ডিউবি।

অতিভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন কালনা, জনজীবন বিপর্যস্ত নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৭ আগস্ট : গতকাল রাত থেকে টানা ও অতিভারী বৃষ্টির জেরে কালনা শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ



মানুষ। বহু দোকান ও বাড়িতে জল ঢুক পড়েছে। এমনকি শহরের প্রধান সড়কেও জমে রয়েছে হাটুসমান জল, যার ফলে জনজীবন কার্যত ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বর্ষা এলেই জল জমার সমস্যা নতুন নয়। তবে গত রাতের অতিভারী বৃষ্টির কারণে এবারের পরিস্থিতি অনেক বেশি ভয়াবহ হয়েছে। কালনা পৌরসভার কামারশালা গলি, পূণ্য সিনেমা হলের সামনে, যোগীপাড়া, বৈদ্যপুর মোড়, জ্ঞানানন্দ আশ্রম চত্বর, কালনা জিয়ারপি অফিস, স্টেশন সংলগ্ন এলাকা-সহ শহরের একাধিক জায়গায় বেলা গড়িয়েও জল নামেনি। অন্যদিকে, স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির ডোবার উপর অস্থায়ী ভাঙারি (স্ক্র্যাপ) দোকান গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, এর ফলে ওই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। বাড়িঘর থেকে শুরু করে দোকানপাট- সবখানেই জল ঢুকে ব্যাপক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। এদিন বিজেপি কর্মীরা জল জমার কারণ খতিয়ে দেখতে এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবিলম্বে জায়গাটি পরিষ্কার করে জলনিকাশির পথ স্বাভাবিক করার অনুরোধ জানান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনার কারণেই প্রতি বর্ষায় কালনার মানুষকে একই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে কালনা পৌরসভা বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মন্দিরের বর্জ্য থেকেই কর্মসংস্থান! শুরু হচ্ছে অভিনব উদ্যোগ উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ আগস্ট : মন্দিরের বর্জ্য থেকেই কর্মসংস্থান! কিভাবে সম্ভব? মহাদেবের চরণের ফুল এবার ধূপ হয়ে ফিরবে আপনার ঘরে! উত্তরবঙ্গে শুরু হচ্ছে এমনই পরিবেশবান্ধব অভিনব উদ্যোগ। যে ফুল ফেলে দিতেন, সেটাই এখন হতে চলেছে ব্যবসা ও ভক্তির নতুন রূপ। প্রতিদিন সকাল থেকেই মন্দিরগুলোতে ভক্তদের ঢল নামে। পূজো শেষে মন্দির চত্বরে জমা হয় পাছাড়প্রমাণ বাসি ফুল, বেলপাতা ও নানা অর্ঘ্য। এতদিন পর্যন্ত এই পবিত্র উপকরণগুলোর শেষ ঠিকানা ছিল নর্দমা কিংবা আবর্জনার স্তুপ। তবে এবার বদলে যেতে চলেছে সেই চেনা ছবি। আজ যে ফুল ভক্তের প্রদ্বায় দেবাদিদের মহাদেবের চরণে নিবেদিত হচ্ছে, কয়েক দিন পরেই সেই ফুল থেকে তৈরি সুগন্ধি ধূপকাঠি ও বসন্তের আবার ছড়িয়ে পড়বে মানুষের ঘরে ঘরে। উত্তরবঙ্গে পরিবেশবান্ধব এই রূপান্তরের নয়া উদ্যোগের ঘোষণা করলেন রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী অগ্রিমিত্রা পাল। তিনি জানান, বিভিন্ন মন্দির থেকে সংগৃহীত ব্যবহৃত ফুল ও পূজার উপকরণ আর অপচয় হতে দেওয়া হবে না। বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে সেগুলিকে সুগন্ধি ধূপকাঠি এবং বসন্ত ঔষবের জন্য নিরাপদ ও ভেজজ আবিরে রূপান্তর করা হবে। অর্থাৎ ভক্তির উপাদানই এক নতুন রূপ নিয়ে আবার ফিরে আসবে সাধারণ মানুষের কাছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে উত্তরবঙ্গের তিনটি অত্যন্ত পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরে আগামী দুর্গাপূজা থেকেই এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে কেউকাহিরের মদনমোহন মন্দির, জলেশ শিব মন্দির এবং বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের অরণীদেবী মন্দির। এই তিন মন্দিরে প্রথম ধাপের সাফল্য মেলার পর ধাপে ধাপে উত্তরবঙ্গের আরও অনেক মন্দিরকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ সভাপতি গিরেন্দ্রনাথ দেব তিনি বলেন বহু ভক্তরা এসে ফুল বেলপাতা বিভিন্ন কিছু দুই মন্দিরে মহাদেবের রাখে সেই ফুল বেলপাতা গুলোকে আমরা ফেলে দিতো হয়। সেগুলোকে ধূপকাঠি এবং আবার তৈরি করা হয় তাহলে অনেকটাই মন্দির যেমন লাভ হবে তেমন কর্মসংস্থানের একটা দিক খুঁজে পাবে। এই উদ্যোগের ফলে পরিবেশ ও স্থানীয় অর্থনীতি দুই ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এক দিকে যেমন মন্দির চত্বরের বর্জ্য সাফ হয়ে দুর্গাণ অনেকটাই কমে, অন্য দিকে ফুল সংগ্রহ, পরিবহন ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ যুক্ত হয়ে কর্মসংস্থানের নতুন প্রশংসা দেখানো উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ। এক কথায়, মন্দিরের ফুল ডাস্টবিনে পচে নষ্ট হবে না। ভক্তির সেই পূণ্য সুবাস এবার ধূপের রোঁয়ায় নিশে যাবে আর উৎসর্বে ছড়িয়ে পড়বে আবিরের রঙে।

১৭ দিনের মধ্যে শিমলুগুড়িতে আংশিক ট্রেন চলাচল পুনরায় চালু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৭ আগস্ট : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত শিবসাগর জেলার শিমলুগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন সফলভাবে মেরামত করেছে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে রেল সংযোগ পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিকূল বতর ও বন্যাজনিত

কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই পুনরুদ্ধার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। যদিও রেললাইনটি মেরামত করা হয়েছে, তবুও জলাবদ্ধতার কারণে শিশুসহ অনেক স্থানীয় বাসিন্দা তাদের জিনিষপত্র ও গবাদি পশু নিয়ে রেললাইনের ওপর বা এর সংশ্লিষ্ট আশ্রয় নিয়ে আছেন। মানবিক বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে এবং জনসুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রাথমিক ভাবে পুনরুদ্ধারকৃত অংশে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ডিজেল লোকোমোটিভ-চালিত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বন্যাদুর্গত জগগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং ওভারহেড বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দূর করতে এই সাময়িক পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৬৬৯ গুয়াহাটি-ত্রিপুরাভ নাগাল্যান্ড এবং ট্রেন নং. ১৫৬০৩ /



৭৫৬০১/ ৭৫৬০২ লামডিং-তিনসুকিয়া-লামডিং ডেমু ট্রেন নং. ৫৫৯১৪ তিনসুকিয়া- যোরহাট টাউন প্যাসেঞ্জার সহ স্থানীয় ট্রেন পরিষেবাগুলি মরাণহাট হয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচালন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে চলাচল করবে। স্বাভাবিক পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সংশ্লিষ্ট ট্রেনগুলো আপাতত নর্থ লমিমপুর-রাঙাপাড়া নর্থ-রাঙিয়া হয়ে বিকল্প পথে চলাচল অব্যাহত রাখবে। চলাচল ব্যাহত হওয়ার এই সময়ে আপার আসামে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সুগম সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিয়মিত বিরতিতে বিশেষ ট্রেনও পরিচালনা করছে। মেরামতকাজ চলাকালীন যাত্রীদের জন্য এই বিশেষ পরিষেবাগুলো একটি কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করেছে এবং স্বাভাবিক রুটটি

রামলালের দাপটে কাঁপল কংসাবতীর চর, মুখোমুখি দুই দাঁতালের শক্তি পরীক্ষা

স্থপীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৭ আগস্ট : জঙ্গলমহলের পরিচিত দাঁতাল হাতি ‘রামলাল’কে ঘিরে শুক্রবার সকালেই চাঞ্চল্য ছড়াল কংসাবতী নদীর তীরে। ঝাড়গ্রাম বন দফতরের রামরামা বিট এলাকার কংসাবতীর চর সংলগ্ন জঙ্গলে আর এক পূর্ণবয়স্ক দাঁতালের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে রামলাল। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে শক্তি প্রদর্শন, শুঁড় জড়িয়ে ধস্তাধস্তি এবং আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। সেই দৃশ্য নিরাপদ দূরত্ব থেকে প্রত্যক্ষ করেন বনকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের কাছে ‘রামলাল’ অবশ্য অপরিচিত নয়। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাকুড়া- এই তিন জেলার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই তার অবাধ বিচরণ। একাধী পূর্ণবয়স্ক এই দাঁতালকে বহুবার বিভিন্ন এলাকায় দেখা গিয়েছে। বনকর্মীদের কাছেও সে পরিচিত নাম। তাই এ দিন আর এক দাঁতালের সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল ও উদ্বেগ ছড়ায়। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে রামরামা বিটের কংসাবতী নদীর তীরে দুই দাঁতাল একে অপরের মুখোমুখি হয়। প্রথমে কিছুক্ষণ পরস্পরকে পর্যবেক্ষণের পর আচমকাই শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। শুঁড় জড়িয়ে, দাঁত ঠেকিয়ে এবং একে অপরকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে দুই হাতি। কয়েক মিনিট ধরে চলে



এমন সংঘর্ষ অব্যাবহিক নয়। এলাকা দখল, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রজননকালে সঙ্গিনী পাওয়ার প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে দাঁতালদের মধ্যে মার্মেমধ্যেই এমন শক্তি পরীক্ষার ঘটনা ঘটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিছুক্ষণ সংঘর্ষের পর তারা নিজেদের পথেই চলে যায়। তবে এমন পরিস্থিতিতে মানুষের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। বন দফতরের পক্ষ থেকে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোথাও হাতির গতিবিধি চোখে পড়লে ভিড় না করার, ছবি বা ভিডিও তোলায় জন্য কাছাকাছি না যাওয়ার এবং অবিলম্বে বন দফতরকে খবর দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। বনকর্তাদের কোথায় বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক চলাচলে বাধা না দিলেই মানুষ ও হাতির সংঘাত অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব।

সূতিতে উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র

মিটুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭ আগস্ট : মুখাম্মদ শুভেন্দু অধিকারী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যে ‘ভয় আউট, ভরসা ইন’। আর তারপরই মুর্শিদাবাদের ‘কুখ্যাত’ সূতির মহলদারপাড়া এলাকা থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বেআইনে আগ্নেয়াস্ত্র,গুলি এবং বোমা। রাজ্য



তৃণমূল জমানায় সূতি থানার মহলদারপাড়া এলাকার নাম সুনলেই বড় বড় পুলিশ অফিসারের বুক কেঁপে উঠতো। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এই এলাকায় অসামাজিক কাজ এতটাই বেশি হতো যে পুলিশ পর্যন্ত রাতের বেলায় মহলদারপাড়া পারতো পক্ষে এড়িয়ে চলত। কিন্তু রাজ্যের শাসক বদল হলেই এবার সূতি থানার পুলিশ মহলদারপাড়া গ্রামে হানা দিয়ে উদ্ধার করল বিপুল পরিমাণ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং বোমা। এই ঘটনা জড়িত থাকার অভিযোগের সূতি থানার পুলিশ থানাবাড়ি এলাকা থেকে ইয়াজ হোসেন এবং মহালদারপাড়ার ইমামবাজার এলাকা থেকে হাসান

হাসান মহলদার নামে এক যুবক এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য নিজের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ দেশি বোমা মজুত করে রেখেছে। এরপর পুলিশের একটি দল ইমামবাজার গ্রামে হাসানের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে পুলিশ কুড়িটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। ওই আধিকারিক জানান, হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি এলাকায় দুষ্টুতীদের একটি বড় চক্র রয়েছে। বিভিন্ন অপরায়ের জন্য তারা বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এবং সরবরাহ করে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে হাসান জানান, থানাবাড়ি এলাকার ইয়াজ হোসেন নামে এক যুবকের বাড়িতে তারা বিপুল পরিমাণ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি মজুত করে রেখেছে। এরপর পুলিশের একটি দল রাতেই থানাবাড়ি

তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ পালন

কলকাতা, ৭ আগস্ট : কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে ১ আগস্ট থেকে ৭ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত ‘বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ’ পালন করেছে। এই সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ, অর্থাৎ ০৭.০৮.২০২৬ তারিখে তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। পূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র ডিএমও ডা. টেতালাী পান্ডা শিশু ও মা-উভয়ের ক্ষেত্রেই মাতৃদুগ্ধ পানের গুরুত্ব ও নানাবিধ উপকারের বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি মা ও সন্তানের মধ্যে মানসিক বন্ধন দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং এ বছরের বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহের মূল বিষয়বস্তু বা থিম-‘জীবনের টেকসই শুরুর জন্য মাতৃদুগ্ধ পানঃ যা কার্যকর তা আরও জোরদার করুন’ (Breastfeeding for a Sustainable Start in life: Strengthen What Works) –সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মেট্রো রেলওয়ের এসিএমএস ডা. অরুণ কুমার প্রসাদও মাতৃদুগ্ধ পানের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের সাথে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন। মেট্রো রেলওয়ের পিসিএমও ডা. রিনা মুখার্জিও এই সেমিনারে মাতৃদুগ্ধ পানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অন লাইন রাজস্ব আদায় শুরু বীরভূমে

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ৭ আগস্ট : শুরু হল অন লাইন রাজস্ব আদায়। শুক্রবার থেকে পাথর শিল্পাঞ্চলে পাথর বোঝাই লরি থেকে অন লাইনে রাজস্ব আদায় শুরু করেছে প্রশাসন। এর ফলে রাজস্ব আদায় যেমন বাড়বে তেমনি অর্থ আদায়ে স্বচ্ছতা আসবে বলে দাবি বিজেপি। প্রসঙ্গত, বীরভূমের পাথর শিল্পাঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের জন্য ১৫ বছর আগে ছয়াটি গেট চালু করা হয়। ঠিক হয়েছিল সেই গেটে ভূমি দফতরের আধিকারিকেরা রাজস্ব আদায় করবেন। তার জন্য ডি সি আর (ডুপলিকেট চালান রিসিড) বিল ছািপিয়ে রাজস্ব আদায় শুরু হয়। কিছু দিন যাওয়ার পর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলকে। অভিযোগ তিনি নকল বিল ছািপিয়ে

হোটেলে চুরির ঘটনায় দ্রুত কিনারা! উদ্ধার ১২০টি কাঁসার সামগ্রী, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৭ আগস্ট : গত ২৯.০৭.২০২৬ তারিখে নারায়ণ মাইতির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জানা যায়, তার হোটেল নীলাচল-খরগা য়ার দরজা ভেঙে চোরেরা হোটেলে প্রবেশ করে ৩৬ টি কাঁসার থালা ও ৮৪টি কাঁসার বাটি, অর্থাৎ মোট ১২০টি কাঁসার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তমলুক থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন সাব-ইন্সপেক্টর অমিত প্রামাণিক। তদন্তে দ্রুত অগ্রগতি ঘটিয়ে ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে অজয় মল্লিক- কে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্ত তামলুক থানার অন্তর্গত আবাসবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করা হলে মহামান্য আদালত তাকে ২ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন অভিযুক্তের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরি যাওয়া সামগ্রীগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ৩৬টি কাঁসার থালা ও ৮৪টি কাঁসার বাটি, অর্থাৎ মোট ১২০টি কাঁসার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলির প্রতিটির উপর হোটেল নীলাচল নামটি খোদাই করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে
 টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : কেপিএ/ইজি/৫টি-০১/২৬-২৭, তারিখ : ২৭.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, কর্ণালপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ৪৪-পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য খ্যাতনামা, প্রতিষ্ঠিত ও অভিজ্ঞ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে একটি/এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সরাসরীমা ১২ মাস। বিস্তারিত টেন্ডার ও নথি সহ অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেয়া যাবে ও সেখানিে পাওয়া যাবে। উপরেক্ত ওয়েবসাইটে ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টার মধ্যে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব জমা পড়লে তা গ্রহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MISC-132/2026-27) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
 আমাদের লক্ষ্যবস্তু রকম: ✉️ EasternRailway 📍 easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার	
 ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাটি ট্যাকারপস-এসআরসি-৫টি-এসসিএসসি-২৬-১৫৫১। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিউবি/টিআরএলস, সীতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন কাজের বিবরণ দুই বছরের জন্য ইলেক্ট্রিক সোলো শেড, সীতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-র ভদ্রাবি-৪ ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভগুলির লাইন ও শাফি কন্ট্রাক্টর মোরানডি পরীক্ষা ও কার্যপরিচালি করা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১১,৭১,৩৫৫.১৫ টাকা (জিএসটি সহ)। রানামূল্যে জমাঃ ৪,২৩,৪০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য শূন্য। খোলার তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৬ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। সম্পাদনের সময়সীমাঃ ২৪ মাস। জমার তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৬ তারিখ বেলা ০৩। পর্বত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন, সংশোধনী সম্পর্কে জানতে ও তদের বিড জমা দিতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে হবে। (PR-586)	
 Tender ID for Display board- 2026_ZPHD_5018083_1, 2026_ZPHD_5018088_1, 2026_ZPHD_5018092_1, 2026_ZPHD_5018100_1, 2026_ZPHD_5018103_1, 2026_ZPHD_5018108_1, 2026_ZPHD_5018110_1, 2026_ZPHD_5018113_1, 2026_ZPHD_5018116_1, 2026_ZPHD5018124_1, Tender ID for all GP Materials- 2026_ZPHD_5018126_1, 2026_ZPHD_5018129_1, 2026_ZPHD_5018132_1, 2026_ZPHD_5018135_1, 2026_ZPHD_5018139_1, 2026_ZPHD_5018142_1, 2026_ZPHD_5018146_1, 2026_ZPHD_5018150_1, 2026_ZPHD_5018151_1, 2026_ZPHD_5018153_1. Bid Submission Start Date: 07-Aug-2026 05:00 PM. Last Aug-2026 06:00 PM. Bid Opening Date: 17-Aug-2026 11:00 AM. For details visit website https://wbtdenders.gov.in Sd/-Block Development Officer Jangipara Development Block	
Cooch Behar Zilla Parishad	
 Cooch Behar Notice Inviting Tender (in brief) Following E-Tender (s) are hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for Installation for the single unit High Mast Solar Lightening System for 27 nos. places of this district vide NIT No. WBZP/62/DE-ET/COB/2025-26 (2nd Call) for which the last date of submission of Technical and Financial Bid is 31.08.2026 (up to 4.00 p.m.), for construction of cement concrete road and guard wall vide NIT No. WBZP/47/ DE-ET/COB/2025-26 (3rd Call) for which the last date of submission of Technical and Financial Bid is 17.08.2026 (up to 4.00 p.m) & for Construction of F.S.T.P. project vide NIT No. WBZP/57/ DE-ET/COB/2025-26 (2nd Call) for which the last date of submission of Technical and Financial Bid is 07.09.2026 (up to 16.00 hrs. For details the website https://wbtdenders.gov.in may be accessed. Sd/- Additional Executive Officer Cooch Behar Zilla Parishad Cooch Behar Memo no: 1300/CZP/Engg/2026 Date: 07.08.2026	
Office of the Prodhan Karkach Gram Panchayat	
 Gazole Dev. Block, Malda VILL: UTTAR NAOGRAM, P.O: ICHAHAR, P.S.- GAZOLE, DIST.- MALDA, PIN- 732124 eTender Notice e-Tender has been floated for 1 (One) Nos. of work under Karkach G.P. of Gazole P.S., Malda, eTender No.-01(e)/ KGP-VBG RAM G/2026-27 Dated: 7th August, 2026. Bonafied contractors are requested to visit- www.wbtdenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in or Contact Office Notice Board. Sd/- Pradhan Karkach Gram Panchayat	
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
 The Executive Engineer (Uttaran Services), KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: NIT No.: KMC/US/HQ/05/26-27/27 (1st Call) Name of the Work: Repairing of Boundary wall and other allied works for renovation of Public Toilet at Tala Circus Maidan in Ward No.-05, Br.-I. Estimate Amount (including GST & LWC): ₹ 2,99,643.41. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 30 days. Last date and time of submission of Bid: 18.08.2026 upto 11 a.m. Last opening date and time for technical proposals: 20.08.2026 at 11.30 a.m. The bid forms and other details are available on and from 08.08.2026 (5 p.m.) from the websites: https://wbtdenders.gov.in & www.kmcgv.gov.in	
 The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/159 (1st Call) Name of the Work: Relaying of kerb & channel stone at A.P.C. Road, Balaram Ghosh Street & surrounding area under Br.-II. Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ 4,93,215.54. Earnest Money: ₹ 9,900.00. Period of Completion: 180 days.	
 (2) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/122 (1st Call) Name of the Work: Repairing of Road at Caulpatty Road (in patches) and surrounding area in Ward No.-34 under Br.-III. Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ 4,81,271.54. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 120 days. Last date and time of submission of Bid: 22.08.2026 – 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 12.08.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2). The website: https://wbtdenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).	
 The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-I/Br.-I, KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/05/26-27 Name of the Work: Temporary lighting arrangement at Sarbawakarma Ghat and other Ghats for Immersion purpose from Viswakarma Puja to Jagadhatrî Puja, 2026 in Ward No.-06 under Br.-I. KMC. Estimated Amount: ₹ 1,28,502.00. Earnest Money: ₹ 2,600.00. Time of Completion: 65 days. Last date and time of Bid submission: 19.08.2026 at 1 p.m. The bid forms and other details are available on 08.08.2026 at 1 p.m. from the website: https://etender.wb.nic.in.	
 The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II, KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: NIT No.: LTG/478/40/VZ-II/25-26 Name of the Work: Normal operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-40 under Br.-V. Estimate Amount: ₹ 4,96,387.00. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 365 days. Last date and time of submission of Bid: 17.08.2026 upto 4 p.m. The bid forms and other details are available on and from 07.08.2026 at 6 p.m. from the website: https://etender.wb.nic.in.	
 The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-III, KMC invites open e-Tender online percentage two bid system for the following work: NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/40 Name of the Work: Supply of services of electrical system for operation of lighting system at Lake Road KMC Market in Ward No.-87 under Br.-VIII. Estimate Amount: ₹ 4,62,090.00. Earnest Money: ₹ 9,500.00. Period of Completion: 365 days. Last date and time of submission of Bid: 20.08.2026, 2 p.m. Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): 20.08.2026, 2.30 p.m. The bid forms and other details are available on and from 07.08.2026 (6 p.m.) from the website: https://etender.wb.nic.in	
 The Executive Engineer (Civil/HQ), KMC invites online percentage rate e-Tender in two bid system for the following work: NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/019/2026-27, Dtd. 06.08.2026 Name of the Work: Making customized wooden Cabinets, Table, Sofa etc. for the Chamber of Joint Mpl. Commissioner cum P.D. KEIP at Room No. 205, 2nd Floor of CMO Buildings. Estimated cost: ₹ 2,90,204.00. Earnest Money: ₹ 5,850.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of submission of Bid: 18.08.2026 – 11 a.m. The bid forms and other details are available on and from 10.08.2026 (11 a.m.) from the website: https://etender.wb.nic.in (322/26-27)	

এমআই-এর সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানলেন সূর্যকুমারও?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ আগস্টঃ ২০২৭ সালের আইপিএল শুরু হলেও আগের জেরে জল্পনা ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদবের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক কি শেষ হতে চলেছে? একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৭ মরশুমের আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়তে পারেন ভারতের টি-২০ অধিনায়ক। শুধু সূর্যকুমারই নয়, হার্ডিক পাণ্ডিয়াকেও ঘিরে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু ঘোষণা করেনি। ২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার পরও সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না সূর্যকুমার যাদবের। বিশেষ করে ২০২৬ সালের আইপিএল মরশুমে তাঁর ব্যাট থেকে প্রত্যাশিত রান আসেনি। ২০২৫ সালের আইপিএল-এ ১৬ ম্যাচে ৭১৭ রান করেছিলেন সূর্যকুমার। গড় ছিল ৬৫.১৮, সঙ্গে ছিল পাঁচটি অর্ধশতরান। কিন্তু ২০২৬ মরশুমে ছবিটা একেবারেই আলাদা। ১০ ম্যাচে তাঁর গড় নেমে আসে ১৩.৭৬-এ। মাত্র দুটি অর্ধশতরান করতে সক্ষম হন তিনি। এই পারফরম্যান্সের পর থেকেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত কয়েক মরশুম ধরেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স প্রত্যাশিত ফল করতে পারছে না। পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন দলটি ২০২৬ সালের আইপিএল-এ ১৪ ম্যাচে মাত্র চারটি জয় পেয়েছিল। ১০ দলের মধ্যে তারা শেষ করে নবম স্থানে। এই ব্যর্থতার পর দলের আর্থিক বড় তারকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, হার্ডিক পাণ্ডিয়াও দল পরিবর্তনের পথে হাঁটতে পারেন। এমন কী কলকাতা নাইট রাইডার্স নাকি হার্ডিককে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও খবর। তবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। এক সাংবাদিকের দাবি, সূর্যকুমার যাদব প্রায় নিশ্চিত ভাবেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ছেন। তবে তাঁর পরবর্তী গন্তব্য কোথায় হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। লখনৌ সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে তাঁর ট্রেড হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু সূর্যকুমার নিজেই নাকি সেই দলে যেতে আগ্রহী নন। বিভিন্ন প্রতিবেদনে এমনও দাবি করা হয়েছে, সূর্যকুমার যাদব মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ছেন। তবে এখনই কোনও ট্রেড হওয়ার সম্ভাবনা কমা। কলকাতা নাইট রাইডার্স এই মুহুর্তে হার্ডিক পাণ্ডিয়াকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। সূর্যকুমার নিজেই লখনৌ সুপার জায়ান্টসে যেতে চান না। অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির তফক থেকেও বড় আগ্রহ দেখা যায়নি। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, সূর্যকুমার মুম্বই ছাড়ছেন। এর ফলে ২০২৭ সালের আইপিএল-এর আগে সূর্যকুমারের ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

নিয়োগের খবর জানেন না নিজেই! অনুর্ধ্ব-১৫ জাতীয় দলের ম্যানেজারের পদ ছাড়লেন ‘তিতিবিরক্ত’ বাজাজ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ চরম অপেশাদারিত্ব। আর তার জেরে ফের চূড়ান্ত অস্বস্তিতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আজারবাইজানে আসন্ন ফিফা অনুর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপের জন্য রঞ্জিত বাজাজকে দলের ম্যানেজার হিসেবে ঘোষণা করেছিল এআইএফএফ। কিন্তু ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই প্রস্তাব অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করলেন মিনার্ভা অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ। তাঁর অভিযোগ, এই নিয়োগের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আগে থেকে একটি কথাও বলেনি ফেডারেশন। যুব ফুটবল কাঠামো নিয়ে এমনটিই বস্তুর জল্পনা চলছিল। হেডকোচ হিসেবে বিবিয়ানো ফার্নান্দেসকে রেখে ম্যানেজার পদে রঞ্জিতকে নিয়ে আসে ফেডারেশন। লক্ষ্য, জাতীয় কাঠামোর সঙ্গে তনুমূল স্তরের এক সফল সংগঠককে জুড়ে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবের ছবি অদ্ভুত ও হাস্যকর। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে রঞ্জিত বলেন, “আমি কিছুই জানতাম না। ফোন আসতে শুরু করায় ব্যাপারটা বুঝতে পারি। ঘোষণার আগে এআইএফএফ-এর কেউ আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেনি।” তাঁর বক্তব্য, “লোকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। সাংবাদিকরা ফোন করে প্রতিক্রিয়া চাইছিল। আর আমি বসে বসে ভাবছিলাম, ব্যাপারটা কী! কারণ ফেডারেশন আমাকে কিছুই জানায়নি। আসল পরিস্থিতিটা একমাত্র আমিই জানতাম।” এরপর তিনি নিজে থেকে কর্তাদের ফোন করেন। তাঁর বক্তব্য, “আমি নিজেই কর্তাদের ফোন করে জিজ্ঞেস করি খবরটা সত্যি কি না। তখন ওরা বলে, হ্যাঁ, এমনটিই হতে চলেছে। আমরা একটি পরে চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি।” রঞ্জিতের মতে, এই নিয়োগ পদ্ধতি চরম অপেশাদারিত্বের প্রমাণ। তাঁর আক্ষেপ, “পেশাদার ফেডারেশন এভাবে কাজ করে না। দুর্ভাগ্যবশত, এটা ব্যবহার হচ্ছে। এসবই ভারতীয় ফুটবলের ক্ষতি করছে।” কোচ বিবিয়ানোকে নিয়ে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নেই। কিন্তু দুজনের একসঙ্গে কাজ করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বলেছেন, “ম্যানেজার হিসেবে



জিতেছেন, এফসি টুর্নামেন্টেও দলকে যোগ্যতা অর্জন করিয়েছেন। ফেডারেশন চেয়েছিল এই দুই ভিন্ন মেরুর মানুষকে মেলাতে। কিন্তু নুনতন আলোচনার অভাবে গোটা গ্রান মুখ খুঁড়ে পড়ল। অক্টোবরেই বিশ্বকাপ। হাতে সময় বড় কম। এই সময়ে নতুন দায়িত্ব নেওয়াটাও অর্থহীন বলে মনে করলেন রঞ্জিত। তাঁর সাফ কথা, “টুর্নামেন্টের আর মাত্র দু’মাস বাকি। এখন কী ফ্লাউটিং করবেন? কীসের পরিকল্পনা? যুব ফুটবল মানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। বিশ্বকাপের দু’মাস আগে দল গড়ার কাজ শুরু হয় না।” গোটা ঘটনাটি যে আদতে ভারতীয় ফুটবলের দৈন্যদশাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, তা স্পষ্ট রঞ্জিতের শেষ কথায়, “এটা আমাকে নিয়ে নয়। ভারতীয় ফুটবল যেভাবে চলছে, এটা তার নমুনা। এমন চললে একই ফলাফল মিলবে।” ফেডারেশনের এই কণ্ডোজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি চ্যেে তাদের পরিকল্পনা করার ক্ষমতাই এখন বড় প্রশ্নের মুখে।

‘কাবার্ডে বড্ড জায়গা খাচ্ছিল’ বলে বিশ্বকাপ ট্রফিই বেচে দিলেন ফ্রান্সের এই তারকা!

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ৭ আগস্টঃ একেই বলে ভাগ্যের পরিস্রা। একসময় আসে মাসে পকেটে আসত চোখ-কপালে-তোলা পাঁচ লক্ষ পাউন্ড। আর এখন? ব্যাংক-ব্যালাস একেবারে তলানিতে। মাসের শেষে জোটে সাফল্যে দশ হাজার পাউন্ড। এহেন আর্থিক অনটনে জেরবার হয়ে এবার চরম সিদ্ধান্ত নিলেন বেঞ্জামিন মেভি। সোজা নিলামে তুললেন নিজের ২০১৮ বিশ্বকাপের মহাখ ট্রফি! এখানেই শেষ নয়। খবরের শিরোনামে আসতেই সমালোচকদের একহাত নিলেন ফরাসি ডিফেন্ডার। দিলেন মোক্ষম এক খোঁচাও। আমেরিকা ভিত্তিক স্পোর্টস মেমোরাবিলিয়া সংস্থা ‘গোল্ডিন’ নিলাম সম্পন্ন করে। তাদের ‘গ্লোবাল ফুটবল অকশন প্যাট টু’-তে হাতড়ির খায়ে বিক্রি হয় মেভির এই অমূল্য সম্পদ। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন মেভি। সেই মেগা টুর্নামেন্টে মাত্র একটি ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার সুযোগ জোটে। তবে বিশ্বজুড়ি দলের প্রত্যেক সদস্যই একটি করে সোনার রেল্লিকা পেয়েছিলেন। সেই ট্রফিই এবার নিলামে বিক্রি হয় ৪৬ হাজার ২৭০ পাউন্ডে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সমান। আইটেম কিনতে মোট ৬৮টি বিড পড়েছিল। মজার ব্যাপার হল, ট্রফিটি আস্ত নয়। বেস বা নিচের দিকে ফাটল ধরেছিল। বেশ পুরনো ও ব্যবহারের ছাপও স্পষ্ট। তবে তাতে উৎসাহ এতটুকু কমেনি। সৌভাগ্যবান ক্রেতা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছেন মেভির সই করা একটি শংসাপত্রও। যেখানে স্পষ্ট লেখা, ট্রফিটি একশো শতাংশ খাঁটি। ট্রফি বিক্রির খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল। ফরাসি সংবাদমাধ্যম ‘লে পারিসিয়েন’-এর সূত্রে খবরটি বাইরে চাটর হয়। আর তারপরই আসরে নামেন খোদ



ফরাসি তারকা। শুক্রবার গভীর রাতে নিজের স্ম্যাপচ্যাট অ্যাকাউন্টে একটি স্টোরি পোস্ট করেন তিনি। সেখানে মেজাজ দেখিয়ে মেভি লেখেন, “ট্রফিটা আমার নাকি তেমনা? এটা নেহাউই আমার ট্রফি। আমি এটা নিয়ে যা খুশি তাই করব। তা ছাড়া, কাবার্ডের ভেতর বড্ড বেশি জায়গা খাচ্ছিল।” এই এক কথাতেই সমালোচকদের মুখে কার্যত কুলুপ পরিয়ে দিয়েছেন তিনি। আসলে মেভির এই পতনের নেপথ্যে রয়েছে এক অন্ধকার অতীত। ২০২১ সালে ধর্ষণ, শ্রীলঙ্কাহানি ও মৌন হেনস্থার মোট আটটি অভিযোগে গ্রেফতার হন তিনি। বেশ কয়েকমাস কার্টে জেলো। যদিও ২০২৩ সালের জুলাই মাসে জোড়া ট্রায়ালের পর সমস্ত অভিযোগ থেকে তাঁকে সসম্মানে রেহাই দেয় আদালত। কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আইনি লড়াই লড়তে গিয়ে সুপারকার, ডিজাইনার ঘড়ি থেকে শুরু করে প্রচুর সম্পত্তি বেচতে বাধ্য হন তিনি। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১ মিলিয়ন পাউন্ড ছাড়িয়ে যায়। নিজেকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাচাতে চেসসায়ারের ৫ মিলিয়ন পাউন্ডের রাজপ্রসাদও নিলামে তোলেন। সিটির মতো প্রিমিয়ার লিগ জায়ান্টদের থেকে ১৭ মাসের বাক্যে ১১ মিলিয়ন পাউন্ডের আইনি লড়াইও জিতে নেন মেভি। ম্যান সিটির পাট চুকিয়ে ফরাসি ক্লাব লরিয়ে হয়ে এফসি জুরিখে যোগ দেন মেভি। সেখানেও তাঁর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিস্তর জলঝোলা হয়। বর্তমানে ৬২ বছর বয়সি এই লেফট-ব্যাং খেলছেন পোল্যান্ডের ক্লাব পোগন সজেসিনে। এখন তাঁর জীবন বেশ নিঃসঙ্গ ও ম্লান। একসময়ের বিশ্বজুড়ি তারকার এমন করুণ পরিণতি দেখে ফুটবলদুনিয়া রীতিমতো বিস্মিত।

হর্ষিতকে ‘ফিট’ সার্টিফিকেট সুবিধা সিনিয়রদেরও!

প্রশ্নের মুখে বোর্ডের মেডিক্যাল টিম

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ আগস্টঃ ফিট ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীলঙ্কা সফর থেকে জশপ্রীত বুমরাহর খিটকে যাওয়া। ফিট ঘোষণার পর মাঠে নেমেই ফের চোটি হর্ষিত রানার। ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশকুমার রেড্ডিরা যতটা সময় ফিট থাকেন, তার চেয়ে বেশি সময় যেন কাটাতে হয় মাঠের বাইরেই। কোনও ক্রিকেটার একবার চোটি পেলে, সুস্থ হতে মাসের পর মাস সময় লেগে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে ভারতীয় বোর্ডের মেডিক্যাল টিম রীতিমতো প্রশ্নের মুখে। আসলে আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড সিরিজের বিপর্যয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটের সবস্তরের ডুমিকাই খতিয়ে দেখছে বোর্ড। তাতেই প্রশ্নের মুখে নির্বাচক বা টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মেডিক্যাল টিমের সমন্বয়ের অভাব। বোর্ডের সূত্র বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে জাতীয় নির্বাচকদের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এঙ্গেলেসের মেডিক্যাল টিম সমন্বয় সাধন করে কাজ করতে পারেনি। বিশেষ করে ভারতীয় দলের স্ট্রেচ অ্যান্ড কন্ট্রোলিং কোচের পদে



সোহম দেশাইয়ের বদলে অ্যাড্রিয়ান ডে লঙ্ককে আনার পর সমস্যা আরও বেড়েছে। বিসিসিআই সূত্রের খবর, ইয়ো ইয়ো টেস্ট সিরি়ে ব্রঙ্কো টেস্ট চালু হওয়ার পর থেকেই বেনিয়ম বেড়েছে। ব্রঙ্কো টেস্টের ক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম ৫.১৫-৫.২০ মিনিটে সবকটি

টাস্ট শেষ করার ডেডলাইন ঠিক করেছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেটার বেনিয়ম হয়েছে। বোর্ড সূত্র বলছে, ভারতীয় ক্রিকেটাররা ব্রঙ্কো টেস্টে অভ্যস্ত নন। তা সত্ত্বেও গত এক বছরে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এঙ্গেলেসে আলাদা আলাদা ক্রিকেটারের জন্য আলাদা আলাদা

টাগেট বেস্কমার্ক ঠিক করা হয়েছে। বহু সিনিয়র ক্রিকেটারকে অনেক সহজ টাগেট দেওয়া হয়েছে। এমনকী ভারতীয় দলের নিয়মিত ক্রিকেটারদের কাছেও ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে সবসময় সঠিক তথ্য থাকেনি। উদাহরণ হিসাবে তুলে দেওয়া হয়েছে মহম্মদ সিরাজের প্রসঙ্গ। শ্রীলঙ্কা সফরের আগে নাকি তাঁকে হঠাত করে ব্রঙ্কো টেস্ট দিতে হয়েছে। আরও বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের চাহিদা অনুযায়ী ফিটনেস টেস্টের শর্ত শিথিল করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বোর্ড সূত্র বলছে, আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের আগে হর্ষিত রানার ওজন ছিল ৯৭ কেজি। অথচ বোর্ডের বৈধ দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী তাঁর ওজন ৯৬ কেজির বেশি হওয়ার কথা নয়। অতিরিক্ত ওজন হওয়া সত্ত্বেও সদ্য চোট সারানো হর্ষিতকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাঁর পুনরায় চোট পাওয়ার সেটাও অন্যতম কারণ। অবশ্য পরে হর্ষিতের ওজন আরও কমেছে। আপাতত তাঁর ওজন ৯৪ কেজি।

রোনাল্ডোর জন্যও এত টাকা ঢালেনি রিয়াল! রেকর্ড অর্থের বিনিময়ে বার্নাব্যুতে দিওমান্দে

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৭ আগস্টঃ অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান। আরবি লাইপজিগ থেকে আইভরি কোস্টের তরুণ উইলসার ইয়ান দিওমান্দেকে সই করাল রিয়াল মাদ্রিদ। বৃহস্পতিবার স্প্যানিশ ক্লাবের তরফে সরকারিভাবে এই খবরটি জানানো হয়। দলবদলের বাজারে এই বিপুল চুক্তি কার্যত নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছে। সব দিক ঠিক থাকলে এটিই হতে চলেছে ক্লাবের সর্বকালের সবচেয়ে দামি ট্রান্সফার বা দলবদল। দুই দলের তরফে সরকারিভাবে আর্থিক চুক্তির বিষয়টি পুরোপুরি খোলসা করা হয়নি। তবে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, তরুণ দিওমান্দেকে দলে টানতে রিয়ালের প্রাথমিক খরচ ১২৫ মিলিয়ন ইউরো। এর সঙ্গে আরও ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন ইউরোর পারফরম্যান্স বোনাস যুক্ত রয়েছে। হিসেব শেষ পর্যন্ত মিলে গেলে জুড বেলিংহামকে টপকে রিয়ালের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হয়ে উঠবেন তিনি। ২০২৬ সালে রেকর্ড অর্ধে ইংরেজ তারকাকে কিনেছিল মাদ্রিদ। স্প্যানিশ ক্লাবের তরফে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, “ইয়ান দিওমান্দের দলবদলের বিষয়ে আরবি লাইপজিগের সঙ্গে আমাদের চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী সাত মরশুম, অর্থাৎ ২০৩৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সে আমাদের ক্লাবেই চুক্তিবদ্ধ থাকবে।” জার্মান বুন্দেসলিগায় গত সিজন একেবারে স্বপ্নের মতো কেটেছে ১৯ বছরের এই তরুণের। লাইপজিগের জার্সিতে বিপক্ষের জালে ১২ বার বল জড়িয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ৯টি নিখুঁত অ্যাসিস্টও রয়েছে জুগিত। তাঁর এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ওপর ভর করেই লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে শেষ করে ক্লাব। নিশ্চিত হয় আসছে



ফুটবলার। সেখানে তাঁর দেশ ৬২ দলের রাউন্ডে পৌঁছায়। বিশ্বমঞ্চে নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখেই লিভারপুল এবং প্যারিস সাঁ-জার্মা-র মতো বিশ্বখ্যাত ক্লাব তাঁকে দলে টানতে আসরে নেমেছিল। তবে শেষ হাসি হাসল মাদ্রিদ। গত মরশুমটা একেবারেই আশানুরূপ কার্টেনি মাদ্রিদে। লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার ঠিক পিছনে থেকে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করতে হয় তাদের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেও হতাশাজনক বিদায় নেয় দল। এরপরই গত জুনে দ্বিতীয়বারের জন্য

হেড কোচ হিসেবে বার্নাব্যুতে ফেরেন জোসে মৌরিনহো। তাঁর হাত ধরেই এবার দলকে একেবারে খোলদলচে বদলানোর কাজ শুরু হয়েছে। ঘরোয়া এবং ইউরোপীয় ফুটবলে নিজেদের হারানো আধিপত্য ফিরে পেতে মরিয়া রিয়াল। নতুন মরশুম শুরু হওয়ার আগে স্কোয়াড শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যে একাধিক তারকাকে সই করিয়েছে রিয়াল। মার্ক কুকুরো, বের্নার্দো সিলভা, ইব্রাহিমা কোনাতে এবং ডেনজেল ডাম্রিসের যোগদান সম্পূর্ণ। এ ছাড়া দলের অন্যতম সেরা তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রের চুক্তি নবীকরণের প্রক্রিয়াও জরুত এগোচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারকা মিডফিল্ডার রড্রিগো দলে পেতে বার্সেলোনার সঙ্গে জোর টেকা দিচ্ছে মাদ্রিদের এই ঐতিহাসিক ক্লাব।

বিপদে পড়া ইনফান্তিনোর পাশে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো

নিজস্ব প্রতিবেদন

মেক্সিকান ফুটবল ফেডারেশনের (এফএমএফ) এই সমর্থন বেশ কৌতূহল জাগানিয়া। বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক দেশটি তাদের আঞ্চলিক কনফেডারেশনের বিরুদ্ধে গিয়ে এই অবস্থান নিল। ফিফায় বেসরকারী বিনিয়োগের প্রস্তাবের পর ইনফান্তিনোর সভাপতিত্ব নিয়ে ‘ব্যাপক পর্যালোচনার’ আহ্বান জানিয়েছিল কনক্যাকফ। আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশন (সিএএফ) সর্বসম্মতিক্রমে বৃহস্পতিবার ইনফান্তিনোর নেতৃত্বকে সমর্থন জানালে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা জানিয়েছে যে, তারা বিশ্বকাপ এবং ফিফার অন্যান্য প্রতিযোগিতা বর্জন করার সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। এশিয়ার কনফেডারেশন আগেই জানিয়েছে, তারা উয়েফা এবং কনক্যাকফের সঙ্গে ‘একাড্যুতা’ প্রকাশ করছে। উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ফুটবল পরিচালনা করে কনক্যাকফ। তবে দক্ষিণ আমেরিকার কনমেবল বৃহস্পতিবার বিবৃতিতে জানান, ইনফান্তিনোকে ক্ষমতাচ্যুত করার এমন প্রচেষ্টাটিকে তারা প্রত্যাখ্যান করছে, যেখানে ২১১টি সদস্য দেশের সকলের ভোট অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মেক্সিকোর ফেডারেশনও একই মনোভাব ব্যক্ত করে বিবৃতি দিয়েছে। “সেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে আয়োজিত কোনো প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি বা অনুমোদন দেবে না এফএমএফ এবং এটি ২১১টি সদস্য সংস্থার স্বার্থে সশিথলিতভাবে ফুটবলের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনোর আহ্বানে যোগ দিচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ফুটবলের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট



প্রত্যাহার করা হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রায় ৪.২ বিলিয়ন ডলার আয়ের পরিকল্পনা ছিল ফিফার। এই সপ্তাহে রাবাতে জরুরি বৈঠকের পর ফিফা জানিয়েছে যে, এই প্রস্তাবকে ঘিরে নিজের ভুলের জন্য তারা তাদের সমস্যার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। এই বিতর্কের জন্ম দেওয়া প্রক্রিয়াগুলো পর্যালোচনা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রা সংস্থাটি। এই প্রস্তাবের ফলস্বরূপ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ফিফা

দাঁড়ানোর জন্য এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো প্রার্থী মননে আসেননি এবং এই সুইস প্রশাসক এখনও যথেষ্ট সমর্থন পাচ্ছেন, যাদের মধ্যে আছে আর্জেন্টিনাও। ইনফান্তিনোকে লেখা এক চিঠিতে গত ১০ বছরে ফিফার কাজের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। ২০২২ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন গত বিশ্বকাপের রানার্স আপ দের

ফেডারেশন বলেছে যে, “একটি সুস্পষ্ট, স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ মডেলের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপী ফুটবলের উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ওপর কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে।” যদিও এএফএ স্বীকার করেছে যে, বাতিল হওয়া প্রস্তাবটি নিশ্চয়তার চেয়ে অনেক বেশি অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল এবং এতে ভুলও হয়েছে। তবুও তারা বলেছে যে, আগামী বছরের কংগ্রেসের আগে ফিফার নেতৃত্বের কাজ চালিয়ে যাওয়াটাই হলো সামনের তাকানোর পথ। কনমেবলের পূর্ববর্তী বিবৃতিতে ‘সংলাপ ছাড়াই বারবার একতরফা পদক্ষেপ নেওয়ার’ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে ফিফার এক দশকেরও বেশি আগে প্রবর্তিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ড ও আলবেনিয়ার অনুরূপ পদক্ষেপের পর, ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাখ্যারকারী স্বতন্ত্র জাতীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে ক্রোয়েশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনও ছিল। ক্রোয়েশিয়ার ফেডারেশন বলেছে, “২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং আমাদের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে আলোচনার আলোকে ফেডারেশনের অভ্যন্তরে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্মূল্যায়নের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফুটবলারদের সংগঠন ফিফাপ্রো বৃহস্পতিবার বলেছে যে, ইনফান্তিনোর প্রস্তাবটি কেবল একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতাই নয়, বরং যদিও দাবি করছে যে, বাণিজ্যিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপ তাদের নিয়মকানুন মেনেই নেওয়া হয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেছে যে, ভুলগুলো প্রশাসনিক নিয়ম লঙ্ঘনের পরিবর্তে প্রক্রিয়া এবং যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।